শান্তি-সুখ

রায় বিহারী মিত্র বাহাদুর প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।

শকাব্দ [illegible]।

বিষয়াবলী।

পত্রাঙ্ক।

শান্তি-রহস্য।

স্বামী।

হে **এক**! আমরা আপনাকে নমস্কার করিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যদি আপনি **এক** হন, তাহা হইলে আপনাকে আমরা কি রকমে বা কোথায় নমস্কার করি, কেননা আপনি সমস্ত ভূতে আছেন। ভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় আছে বলিয়া আমরা অবস্থাগুলিকে রূপান্তর কহি, কিন্তু যদি আপনি বাস্তবিক **এক** হন, তাহা হইলে আপনার লীলা কোথায়?

গুণ ব্যতীত লীলা নাই কিন্তু আপনি গুণাতীত ও নির্গুণ হন এবং সংজ্ঞা ব্যতীত সংজ্ঞা নাই কিন্তু আপনি সংজ্ঞাতীত হন। আবার আকার ব্যতীত নমস্কার নাই কিন্তু আপনি নিরাকার হন। তবে যদি আমরা শব্দার্থ প্রমাদের দ্বারা আপনাকে শব্দাতীত বলি তাহা হইলে "তুমি ও আমি" কই? আবার তুমি ও আমি না থাকিলে অস্তিত্ব নাই, এবং বাস্তবিক যদি অস্তিত্ব না থাকে, তবে আমরা বকি বা লিখি কি? বাস্তব পক্ষে আসঙ্গলিপ্সা হেতু ঘূর্ণায়মান জগৎটি প্রেমের দ্বারা ঘূরিয়া ঘূরিয়া সমস্ত ভূতগুলিকে কর্ম্মক্ষেত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে, সেই হেতু আমরা গুণ গাহিতে বাধ্য।

শক্তি ব্যতীত মন নাই, মন ব্যতীত মনন নাই, মনন ব্যতীত কার্য্য নাই, কার্য্য ব্যতীত ফল নাই, ফল ব্যতীত আনন্দ নাই, আনন্দ বিহ্বলতা ব্যতীত বিষয় জ্ঞানের লোপ নাই, আর বিষয়ের লোপ ব্যতীত নির্ব্বাণ নাই। যদি এই সব যুক্তিগুলি ঠিক হয়, তাহা হইলে কি আমরা এত বোকা যে আমরা "আমার, আমার" বলিয়া মরি, আর একইবা কেমন চতুর যে আমাদের সঙ্গে এত চাতুরী করেন! কিন্তু আমি তাহা বলি না, কেননা তিনি দয়াময়, তিনি কি আমাদের সহিত এত বজ্জাতি করিতে পারেন? আমরা যাহা কিছু করি, বলি বা লিখি, ইহা সবই সংস্কারের খেলা মাত্র। তিনি দয়াময় হন, এবং বাস্তবিক তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে পুরী দিয়া আকারান্বিত করিয়াছেন।

যখন তিনি ইচ্ছা করিলেন যে "আমি" বহু হইব, অমনি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও বোম অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইয়া শক্তি বনিল। শক্তি হইতে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রকাশ পাইল, এবং সহসা বস্তুগুলি প্রকাশ পাইলে যথেষ্ট অন্ন জন্মিল, অন্নে জীব রহিল, সেই হেতু অন্নের দরুণ অনেক প্রকার উপায় স্বয়ং উদ্ভূত হইয়া পুরুষকার চলিল। পুরুষকারেতে চেষ্টা বাড়িল, ফলত যে যত বলীয়ান হইল, সে তত অন্যকে তাঁবে আনিল, কিন্তু কেহই স্বাভাবিক আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিল না, কেননা প্রকৃতি বিকৃতি হইয়াও পুনঃ প্রকৃতি হয়।

যতই বল বাড়িতে থাকিল ততই প্রকৃতির উপর বল প্রকাশ পাইতে রহিল, কেননা প্রকৃতিটি বলের বশীভূত হয়, এবং সেই হেতু যে যত বলীয়ান হয় প্রকৃতিটি তাহাতে তত রত হয়। প্রকৃতিটি নিজের আনন্দ চায়, তুমি মর আর বাঁচ প্রকৃতিটি তাহা আদৌ দেখে না।

বলটি আসে কোথা হইতে?—অন্ন হইতে।

বাস্তবিক জগৎটী অন্নময় হয় বটে, তবে প্রথমে শীকার ব্যতীত অন্য কোন প্রকার উপায়ে অন্ন সংগ্রহ হইতে পারে না, ইহার কারণ যে ভাল শীকারী বনে, সেই বেশী অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে এবং সেই হেতু প্রকৃতিটি বলবানের গোলাম হয়। বলহীন হইলে প্রকৃতিটি অন্যত্র চলিয়া যায়। রসবতীকে বীর্য্যের দ্বারা বশীভূত করিতে পারিলে বেশ সারে মাতে থাকে, আবার বেশী রত থাকিয়া বীর্য্যহীন হইলে রসবতীটী গিলিয়া ফেলিয়া হজম করিয়া ফেলে। তাই মেয়ে হেঁয়ালী কথায় বলে,—বেশী বাড়াবাড়িটি কিছুই নয়।

প্রত্যক্ষ দেখ:—

ফুলের রাণী পদ্ম হয়।, ফুল ফুটিলেই চারিধারে গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে এবং মধুপায়ীরা গন্ধ পাইয়া চারিধার হইতে মধু খাইতে আইসে। যে মধুপ বীর্য্যবান হয়, সে মজা লুটে সরে পড়ে, আর যে মধু খেয়ে মাতাল হয়, পদ্ম অমনি তাকে পাপড়িগুলি মুদে মেরে ফেলে। দেখ, পদ্ম স্ফূর্ত্তিবিহীন মধুপায়ীকে চায় না, কেননা আশা রাখে।

বাস্তবিক আশাতেই ঘূরাঘুরি হয়, আর ঘূরা ঘুরিতে ঘূর্ণায়মান জগতের অস্তিত্বটি বজায় থাকে, ফলত স্ফূর্ত্তি বিশিষ্ট মধুপায়ী হওয়াই কর্ত্তব্য। সূর্য্য ও চন্দ্র পদ্মকে ফুটায় ও মুদায় বটে তথাপি দেখ পদ্ম মধুর জ্বালা থেকে বাঁচিবার জন্য মধুপায়ীকে চায়। যদি পদ্ম নিজের প্রভুত্ব রাখিবার হেতু বলে যে আমি মধু বিলাইব না, দয়াময়ের দয়া এমনই যে সেটি হইবার উপায় নাই, কেননা একের ইচ্ছা যে আমি বহু থাকিব। মূত্রস্থলীতে মূত্র বেশী জমিলে এত কষ্টকর হয় যে কেহই চাপিয়া রাখিতে পারে

না; ফলত **একের** নিয়মকে কেহই রদ করিতে পারে না বলিয়া তিনি স্বামী হন।

গুড়ান ও ছড়ান, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, সংযোগ ও বিয়োগ এবং গ্রহণ ও ত্যাগ এই ঘূর্ণায়মান জগতের নিয়ম হয়। সূর্য্য বা চন্দ্র কি পদ্মকে এই নির্দ্ধারিত কার্য্য থেকে রদ করিতে পারে? কখনই নয়। তবে মদমত্ত করী পদ্মকে বেহাল করিতে পারে; ইহা বলিয়া পদ্মের বীজকে ইহ জগৎ হইতে শেষ করিতে পারে না। পদ্মটা পূজনীয়া বটে, তবে স্ত্রীলোক যদি পুরুষ হইতে চায় সেটা অসম্ভাবনীয়, কেননা **একের** ইচ্ছা যে "আমি" বহু থাকিব;

এক অর্থাৎ দয়াময় স্ত্রী ও পুরুষ রাখিয়া ঘূর্ণায়মান জগতে আসঙ্গলিপ্সা হেতু কি প্রকার মজার রহস্যের সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন। যেখানে জন্ম আছে সেই খানে মৃত্যু আছে এবং তজ্জন্য স্থিতি আছে; বাস্তবিক বর্ত্তমান থাকিলেই অতীত ও ভবিষ্যৎ থাকে। যদি এইটি ঠিক হয়, তবে কেন আমরা মিছামিছি অনিয়ম বজ্জাতিটিকে ধরিয়া সংসারের ভিতর এত গোলমাল বাধাই? অনিয়মে শান্তি থাকে কি? যদি থাকিত তাহা হইলে আমরা অনুতাপ করিতাম না। অতএব সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে স্বভাবসিদ্ধ নিয়মের বহির্ভূত কার্য্য করিলে শেষে অনুতাপ করিতে হয়। সত্যটি চিরকাল সত্য আছে বটে, এবং মিথ্যাটি চিরকাল মিথ্যা আছে বটে, তবে প্রকৃতিটি বিকৃতি হইয়াও পুনরায় সংস্কারের দ্বারা প্রকৃতি হয় বলিয়া প্রকৃতিটি চিরকাল বজায় আছে এবং সেই হেতু শক্তিটি নিয়মের দ্বারা সংস্কারে গঠিত হয়।

সংস্কারটি হয়কে নয় করিতে পারে, আবার নয়কে হয় করিতে পারে। বাস্তবিক যদি আমাদের অস্তিত্বটি সংস্কারের দ্বারা বজায় হয়,—কেননা, আমি আছি বলিলে আমি আছি, আর আমি

নাই বলিলে আমি নাই—তবে কেন আমরা মিছা মিছি অনিয়ম বজ্জাতিটিকে ধরিয়া সংস্কারের ভিতর অশান্তিটিকে জাগাই ?" এই ঘূর্ণায়মান জগতে অশান্তিতে কি সুখ আছে ? যদি থাকিত তাহা হইলে স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম থাকিত না। অতএব সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে নিয়মের নাম শান্তি, আর অনিয়মের নাম অশান্তি।" বাস্তবিক যদি এইটি ঠিক হয়, তাহা হইলে স্বামীর নিয়মকে প্রতিপালন করা সকলকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়।

মেয়েরা বলিয়া থাকে,—"ভাঙলে আসক্তি আর হয় না।" এখন দেখ আসক্তিটা কি ?

আসঙ্গলিপ্সা।

আসঙ্গলিপ্সাটা কি ?

নিয়ম।

নিয়মটা কি ?

গুণ।

গুণটা কি ?

আকার।

আকারটা কি ?

শক্তি।

শক্তিটা কি ?

আসক্তি।

আসক্তিটা কি ?

আসঙ্গলিপ্সা।

এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ নিয়মের দ্বারা এই ঘূর্ণায়মান জগৎটি চলিতেছে। তবে জিজ্ঞাস্য এই যে ইহার কর্ত্তা অর্থাৎ স্বামী কে ?

আমি বলি বিশ্বাস।

বিশিষ্ট শ্বাসের নাম বিশ্বাস। এখন সকলের নিজের নিজের পুরীটির ভিতর দেখ যে শ্বাস ও প্রশ্বাস বহিতেছে কিনা। যদি শ্বাস ও প্রশ্বাসের ক্রিয়া সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাসটিও সত্য হয়; ফলতঃ কর্ত্তা বা স্বামী তিনি—যিনি নানা সংজ্ঞাতে সংজ্ঞাবিশিষ্ট হন।

সংজ্ঞাতে সংজ্ঞা হয়, এবং সংজ্ঞা বিশিষ্ট হইলেই আকার হয়, আর আকার হইলেই গুণ হয়। বাস্তবিক গুণী হইলেই নাগরদোল্লার ঘোরপাকের লীলা আসরে চলে, তজ্জন্য যে গুণী ব্যক্তি কিস্তি দিয়া মাৎ করিতে পারে সে জয়ী বলিয়া কথিত হয়। তাই মেয়েরা বলিয়া থাকে "যে যাকে ভুলাতে পারে সে তার গুরু।"

এক অর্থাৎ দয়াময় সকলকে ভুলাইয়াছেন ইহার কারণ তিনি সকলকার গুরু অর্থাৎ স্বামী, ফলত তিনি জগন্নাথ হন। তবে তিনি বিষয়াতীত হন, তজ্জন্য তিনি বিষয়ীভূত এমন একজনকে গুরু করিয়া দেন যিনি উপাসকদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসিতে পারেন এবং এইরূপ জন যিনি লইয়া আসেন তিনিই অবতার বলিয়া কথিত হন।

অন্ধকার ও আলোক কি, ইহাও বিবেচনার বিষয় বটে, তবে আমার অন্য রহস্যতে যথেষ্ট বলা হইয়াছে বলিয়া ছাড়িয়া দিলাম। **এক** বলিলেন আলোক হউক, অমনি আলোক হইল। ইহাতে মানবের বিদ্যা, বুদ্ধি বা যুক্তির ফাঁকি থৈ পায় না; তবে যিনি অপর সকলকে ভুলাইতে পারেন তিনি আলোকধারী প্রাণী হন। তবে বলিতে পার অন্যজন কি আলোকধারী প্রাণী নয়? প্রাণী বটে, তবে অবতার নন, কেননা সমস্ত প্রকারে অন্যজনকে

তারণ করিতে পারে না। অতএব ইহাতে ইহাই প্রকাশ পাইলগ্ধে, যিনি সমস্ত প্রকারে অন্যকে তারণ করিতে পারেন তিনি অবতার হন। দেখ, এখন গুণের আদর আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মের ও স্থূলের স্বামীর সিদ্ধান্ত হইল। বাস্তবিক আকার না হইলে গুণ হয় না. ফলত গুণ ব্যতীত কার্য্য ও কারণ হয় না, ইহাও সিদ্ধান্ত হইল।

পাঁচটি মহাভূতের গুণ সব বিষয়েতে পাবে, পাবে. পাবে, সবেতে পাবে। যদি প্রত্যেক শিঁরে শিরে ও গাঁটে গাঁটে পাও তবে রসবতীকে ছাড় কেন? রসবতী কি, ইহা আমার অন্য রহস্যতে বলা হইয়াছে বলিয়া ছাড়িয়া দিলাম।

রসবতী হইতে অন্ন হয়, অন্ন হইতে বীর্য্য, আর বীর্য্য হইতে পুরুষকার, পুরুষকার হইতে ফল, আর ফল হইতে আনন্দ, আর আনন্দ হইতে সচ্চিদানন্দ। দেখ, এক আসক্তির গুণে তুমি সকলকে পাইলে, কেননা দয়াময় এই ঘূর্ণায়মান জগৎটিকে এক প্রেম-ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

এক অর্থাৎ দয়াময় ইচ্ছা করিলেন 'আমি' বহু হইব, অমনি তিনি বহু হইলেন। এই বহুটি কি?—রমণ।

রমণটি কি?—জন্ম।

জন্মটি কি?—মৃত্যু।

মৃত্যুটি কি?—রূপান্তর বা স্থূল সূক্ষ্ম।

স্থূল সূক্ষ্মটি কি?—যাওয়া ও আসা।

আসা ও যাওয়াটি কি?—**একের** অর্থাৎ দয়াময়ের ইচ্ছা।

এখন দেখ দয়াময়ের ইচ্ছাটি জন্ম অর্থাৎ বহু ব্যতীত আর কিছুই নয়। ফলত জগন্নাথ ও জগদ্ধাত্রীর প্রেমেতে এই ঘূর্ণায়মান জগৎটি চলিতেছে। দার্শনিকেরা এই সম্বন্ধটিকে কত রকম সংজ্ঞাতে

খোঁটা করিয়া পূর্ব্ববৎ ও পরবতের লীলাগুলিকে যুক্তির উপর লিখিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এই সম্বন্ধটি প্রেম অর্থাৎ আসক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়, এবং সেই হেতু সকলে প্রেমকে স্বর্গীয় কহে। অতএব ইহাতে ইহাই প্রকাশ পাইল যে প্রেমটি স্বর্গীয় হয়। ফলত আসঙ্গলিপ্সা সম্বন্ধটি সত্য, ইহাও সিদ্ধান্ত হইল।

স্ব-গচ্ছতিঃতি—স্বর্গ। স্ব অর্থাৎ আপনি, গচ্ছতি—অর্থাৎ যাওয়া। আপনি যাওয়ার নাম স্বর্গ। যদি স্বর্গ শব্দের অর্থ প্রকৃত এইটি হয়, তাহা হইলে এখন আপনি কি প্রকারে যাইতে পারে— প্রকৃতি অর্থাৎ স্বরূপিনী ব্যতীত আপনি যাইবার উপায় নাই, সেই হেতু স্ত্রীকে জায়া কহে। ফলত জগন্নাথ ও জগদ্ধাত্রীর প্রেমেতে এই জগৎটি চলিতেছে ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

এখন জগন্নাথ ও জগদ্ধাত্রী দুইটি খোটা হইল। একটি হইতে অপরটিতে যাও বা অপরটি হইতে অন্যটিতে আইস। এই প্রকার দর্শনকে পূর্ব্ববৎ ও পরবৎ কহে; নীচে থেকে উপরে যাওয়া বা উপর থেকে নীচে আসা। যাওয়ার ও আসার বা উপাস্য ও উপাসকের ভিতর যে ব্যবধানটি থাকে সেইটিকে প্রেম কহে।

যে বিরহিনী সর্ব্বদা জগন্নাথকে ভোগ করে বলিয়া মনে করে সে প্রকৃত পক্ষে ভোগ করে না, কেননা দুইটি জিনিষে মিল নাই। পজেটিভ ও নেগেটিভটী একত্র হইলেই র‍্যাপচার হইয়া যায়। তবে কি সম্ভোগ নাই? সম্ভোগ যথেষ্ট আছে, যদি বিরহিনী হয়। বিরহের নাম সম্ভোগ, এবং ইহা সত্য কি মিথ্যা রাধিকার বিরহ দেখ।

রাধিকা সর্ব্বক্ষণ প্রভু কৃষ্ণের দরুণ পাগলিনী কিন্তু যখন রাধিকা প্রভু কৃষ্ণকে সম্মুখে পান তখন মানিনী, কেননা আসক্তিটা না ভেঙ্গে যায়। ইহার কারণ মেয়েরা বলিয়া থাকে, "আসক্তি

ভাঙলে আর হয় না।" নেগেটিভ ও পজেটিভ একত্র হইলেই তৃতীয় আর একটি নূতন ভূতের আবির্ভাব হয়। দেখ প্রভু কৃষ্ণের আর নয়টি স্ত্রী ছিল কিন্তু উহাদের ভিতর বিরহ নাই বলিয়া পূজনীয়া নয়। রাধিকা পূজনীয়া কারণ বিরহিনী। প্রেম ও বিরহ কি এখন জানিতে পারিলে? প্রেম করা বড় বালাই, সে জন্য এটাকেও শিখিতে হয়, কেননা প্রেম না শিখিয়া বিরহিনী হইলে দুর্নাম রটে। অতএব ইহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল 'যে নিয়মের উপর প্রেম না করিলে ইহকাল ও পরকাল ঝরঝরে হইয়া যায় অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান জগৎটির অস্তিত্বটি থাকে না।'

উপর হইতে ভারী জিনিষ ফেলিলে নীচের দিকে ধায়, কিন্তু হাল্‌কাটির বেলা কেবল বাতাসে উড়ে উপরে বেড়ায়। শূন্যকে ভেদ করিয়া যদি জিনিষটি আকর্ষণ শক্তিটির সাহায্য লয়, তাহা হইলে নিয়মটি বজায় হয়। নিয়ম ব্যতীত আকারের কার্য্য নাই এবং এই নিয়মটি প্রেম হয়। ফলত প্রেমিক ব্যতীত আকারের আনন্দ নাই। আমরা সকলে আকারান্বিত হই, সেই হেতু স্বামীর নিয়মকে বিরহিনী বা শিষ্য বা প্রজা হইয়া প্রতিপালন করা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

এক অর্থাৎ দয়াময় বলিলেন, "আমি বহু হইব"—অমনি বহু হইলেন। আবার তিনি বিষয়গুলিকে হুকুম করিলেন তোমরা সকলে প্রেম-নিয়মের দ্বারা ঘূরিয়া ঘূরিয়া বেড়াও—তাহাই হইল। বাস্তবিক ঘূর্ণায়মান জগতের ঘূর্ণীপাক হইতে কত প্রকার কিম্ভূত কিমাকার ভূত আবির্ভূত হইল; তবে যে প্রাণীটি স্বভাবসিদ্ধ নিয়মের উপর রহিল, সে অন্য প্রাণীর কর্ত্তা বনিল। কর্ত্তার নিয়ম হইতে ঘূর্ণায়মান জগতে সংস্কার আসিল, সংস্কার হইতে জাতি আসিল, জাতি হইতে বল হইল, বল হইতে দেশের কর্ত্তা বা ভূস্বামী

বর্নিল। বাস্তবিক দেশের কর্ত্তা হইতে সংসারের নিয়ম প্রকাশ পাইল। আবার নিয়ম হইতে দেশের উন্নতি হইয়া নানা প্রকারে সাথে সাথে সভ্য জগৎ বনিল। বাস্তবিক সভ্য জগৎটি আবার নিয়মে আবদ্ধ রহিল। দেখ, নিয়ম ব্যতীত একটি পা পর্য্যন্ত ফেলিবার উপায় নাই, এমন কি রসবতীটিও নিয়মের অধীন; সেই হেতু যে পুরুষ নিয়মধারী হয়, সেই চরিত্রবান ও বীর্য্যবান হয়; ফলত রসবতীর কর্ত্তা সেই হয়। সূর্য্য নিয়মাধীন বলিয়া এত তেজস্বী, সূক্ষ্মস্থূলে বা স্থূলে নিয়ম ব্যতীত উন্নতিমার্গে উঠিবার কোনও উপায় নাই। অতএব ইহাতে ইহাই প্রকাশ পাইল যে স্বামীর নিয়মকে প্রতিপালন করা সকলকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়।

সংজ্ঞা ব্যতীত সংজ্ঞা হয় না—যদি এইটি সত্য হয় তাহা হইলে বিশেষ্য ও বিশেষণ আসিল। বিশেষ্য ও বিশেষণ আসিলেই ক্রিয়ার আবশ্যক, ফলত পুরুষকারই বিষয়ের ধর্ম্ম হয়। এখন দেখ সংজ্ঞা কি প্রকারে হয়।

শব্দ হইতে সাঙ্কেতিক চিহ্ন হয়, চিহ্ন হইতে অক্ষর হয়, অক্ষর হইতে পদ হয়, পদ হইতে বিশেষ্য হয়, বাস্তবিক বিশেষ হইতে বৈশেষিক দর্শন হয়, কেননা বিশেষ না হইলে বিশেষ্য হয় না, আবার বিশেষ্য না থাকিলে বিশেষণ বা ক্রিয়া নাই; ফলত এক সংজ্ঞার দ্বারা কি প্রকার মজার রহস্য হইল!

এক অর্থাৎ দয়াময় বলিলে সমস্তকে বুঝায়। মহাভূত বলিলে **একের** কৃত বিষয়গুলিকে বুঝায়। অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ বলিলে ভূতগুলিকে বুঝায়; কিন্তু মানব বলিলে বিশেষ একটিকে বুঝায়।

আবার দেখ, মানব বলিলে সাধারণকে বুঝায়, কেননা যদি কেহ বলে—ওহে মানব! তুমি এইখানে আইস,—কেহ কি আইসে,

না উত্তর দেয়? সাধারণ বুলিগুলি বলিতে ভাল কিন্তু কার্য্যে ঢেঁ। ভাঁ।" যদি কেহ বল, বিহারী মিত্র তুমি এইখানে আইস, অমনি বিহারী মিত্র তথায় যাইয়া উপস্থিত হয়। বিশেষ্যগুলিকে বিশেষ করিবার দরুণ সংজ্ঞা হইয়াছে এবং এই সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞা হয়। বাস্তবিক সংজ্ঞা ব্যতীত বিষয়ের অস্তিত্ব নাই। যদি এইটি সত্য হয় তাহা হইলে শান্তি-রহস্যটিও সত্য।

এই শান্তি-রহস্যটি কি?—নিয়ম।

নিয়মটি কি?—সংজ্ঞা।

সংজ্ঞাটি কি?—বিষয়।

বিষয়টি কি?—বস্তু।

বস্তুটি কি?—এক অর্থাৎ দয়াময়।

ওহে ভাই ভগিনী সকল! এখন জানিতে পারিলে নিরাকার কি প্রকারে সাকার হয়?

সাকার হইলেই গুণ আসিল; গুণ আসিলেই ক্রিয়া আসিল, ক্রিয়া আসিলেই ফল আসিল, ফল আসিলেই আনন্দ আসিল, আনন্দ আসিলেই শান্তি হয় অর্থাৎ ক হইতে হ পর্য্যন্ত অক্ষর হইয়াও শেষ হয়।

আমরা যে যাহা কিছু করি সকলেই বলিয়া থাকি যে আমি শেষ করিলাম, কিন্তু কেহই বলি না যে আমি শেষ করিতে পারিলাম না। যদি বলি, তাহা হইলে আমরা নিজেই লজ্জা পাই! যদি এই প্রস্তাবটি ঠিক হয়, তাহা হইলে আমরা সকলে সীমাতে আছি। অতএব ইহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাটি সীমাতীত বা অশেষ নয়। বাস্তবিক যদি আমরা সীমাতীত বা অশেষ হইতাম, তাহা হইলে আমরা সংজ্ঞা ধরিয়া সংজ্ঞা-বিশিষ্ট হইতাম না; ফলত আমরা সকলে জগন্নাথ, অবতার ও রাজ-চক্রবর্ত্তী স্বামীর অধীন।

বস্তু, বাস্তব ও বাস্তবিক এই সংজ্ঞাগুলির দ্বারা আমরা বাস্তব ঘটনাগুলিকে বানাইয়া বাস্তবিক আমরা বস্তুর অস্তিত্বকে সিদ্ধান্ত করিতেছি এবং যদি এই ঘটনাগুলি বাস্তবপক্ষে সত্য হয়, তাহা হইলে বাস্তবিক আমরা বস্তুর অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে বাধ্য; ফলত সংজ্ঞা ব্যতীত সংজ্ঞা হয় না, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

আবার যদি সংজ্ঞা ঠিক হয়, তাহা হইলে আমরা সীমাতীত নয় ইহাও সিদ্ধান্ত হইল। বাস্তবিক যদি আমরা সীমাতীত নই, তাহা হইলে আমরা নিয়মাধীন হই, ইহাও প্রকাশ পাইল; ফলত শান্তি বা অশান্তি একেতে অর্থাৎ দয়াময়েতে নাই; তবে আমাদের ভিতর আছে, ইহাও সিদ্ধান্ত হইল।

শান্তি ও অশান্তিটি নিয়ম ও অনিয়ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেননা সংস্কারে শান্তি ও অশান্তিটি আছে এবং নিয়মে সংস্কারটী হয়, আর সংস্কারগুণে কার্য্য হয়, কার্য্যে ফল হয়, ফলে আনন্দ হয়, আর আনন্দে শান্তি হয়: বাস্তবিক নিরাকারকে আকার করিতে হইলে সংজ্ঞার প্রয়োজন এবং বাস্তব পক্ষে সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞা হয় এবং বাস্তবিক যদি শান্তি রহস্যটী ঠিক হয় তাহা হইলে জগন্নাথ স্বামী হন আর আমরা বিরহিনী হই; প্রভু কৃষ্ণ স্বামী হন আর আমরা বধূ হই; হিজ ইম্পিরিয়াল ম্যাজেষ্টি পঞ্চম জর্জ স্বামী হন আর আমরা প্রজা হই; অমুক সংসারে বিবাহ-নিয়মে স্বামী হয়, অমুক স্ত্রী হয়। দেখ, সকলকার সম্বন্ধ সূত্রটী এক কি না? যদি হয়, তাহা হইলে স্বামী প্রবন্ধটী ঠিক হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

অপত্য বিনা স্বর্গ কই।

কোন সময়ে একজন তাপস কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত হইয়া মনে করিল যে আমি একবার তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইব। তাপসটী নানা তীর্থে নানা প্রকারের ব্যবস্থাগুলিকে দেখিয়া তাহার মনে নানা প্রকার ভাবের ভাব আসাতে কিছু অস্থির হইয়া পড়িল। ক্রমে যত অস্থির হইতে থাকিল ততই ঘুরিতে লাগিল, পরে একটি স্থানে উপস্থিত হইয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিল। কতকগুলি বুড়া আঙ্গুলের মত ব্যক্তি এক এক গাছি চুলেতে ঝুলিতেছে এবং উহাদের নীচে নরকটি গুলজার আছে, অথচ উহারা পড়িতেছে না এবং সব রকম ভুতের উপদ্রবগুলিকে সহ্য করিতে হইতেছে। ইহা দেখিয়া তাপসটী ভাবিল ইহারা মহাপাপী, কেননা ইহারা নরকেতে পড়িতেছে না বা স্বর্গে উঠিতেছে না; বাস্তবিক ইহারা মহাকষ্ট সহ্য করিতেছে। এই প্রকার ভাবিয়া তাপসটী উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে ব্যক্তিগণ! তোমরা মহাকষ্ট ভোগ করিতেছ কেন? পূর্ব্ব জন্মে কি মহাপাপ করিয়াছিলে যে তোমরা এই প্রকার মহাকষ্ট ভোগ করিতেছ?

ব্যক্তিগুলির ভিতর হইতে একজন বলিল—আমরা পূর্ব্বে মহর্ষি ছিলাম এবং তথায় মাথার কার্য্য যথেষ্ট রাখিয়া আসিয়াছি এবং কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা তথাকার লোকের উপকার যথেষ্ট করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এই প্রকার অবস্থায় কিছুদিন থাকিয়া পরে হঠাৎ একদিন মনে করিলাম যে, কেন আমাদের অবস্থা এই প্রকার হইল, আমরা পরস্পরে এই বিষয় লইয়া তর্ক করিতেছি এমন

সময় যম আসিয়া বলিল—ওহে ব্যক্তিগণ! তোমরা বড় ঋষি ছিলে এবং তোমাদের দ্বারা জগতের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে ইহা সত্য, তবে তোমরা জ্ঞানী দেহধারী হইয়াও "আমি বহু হইব" একের অর্থাৎ দয়াময়ের এই হুকুমটীকে প্রতিপালন কর নাই, সেই হেতু তোমরা এই প্রকার ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতেছ। তোমরা পুত্র রাখিয়া আসিয়াছি, ইহাও সত্য বটে, কিন্তু তোমাদের বংশধর সন্তান উৎপাদন করে নাই। পিতার পাপ পুত্র ভোগ করে, আবার পুত্রের পাপ পিতা ভোগ করে। আমি পাপ ও পুণ্যের বিচারক হই। যতদিন তোমাদের বংশধর সন্তান উৎপাদন না করিবে ততদিন তোমাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা স্ত্রীলোক-দের পক্ষেও হয়। তজ্জন্য পুত্রবতীরা স্বর্গে বাস করিয়া থাকে।

ব্যক্তিটী বলিল,—স্ত্রীলোকেরা যদি বিবাহের স্বামী ব্যতীত পরস্পরের অনুমতিক্রমে অন্যের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করাইয়া লয় বা পুরুষেরা যদি অন্যের স্ত্রীতে অনুমতি ক্রমে সন্তান উৎপাদন করে তাহা হইলে কি স্বর্গেবাস হয়?

যম বলিল—এক অর্থাৎ দয়াময় যখন বলিয়াছেন "আমি বহু হইব" তখন সংসার-নিয়মে স্ত্রীলোক বা পুরুষের অপত্য যথায় বা যাহার দ্বারা হউক স্বর্গ অনিবার্য্য। তবে তোমায় একটি ঘটনা বলি শুন—

কোন সময়ে একটি পুত্র পিতার উদ্দেশে পিণ্ড দান করিল, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পুত্রটি পিতার নয়, ইহার কারণ যদিও পিণ্ডটি পিতার নিকট আসিল বটে কিন্তু আমার কিঙ্করেরা পিতাকে পিণ্ডটি গ্রহণ করিতে দিল না। পিতাটি আমার কিঙ্করকে বলিল—কেন আমাকে আমার পুত্রের পিণ্ডটি দিলে না, যখন আমার পুত্র আমাকে পিণ্ড দিয়াছে? তুমি জানতো যে আমি পিণ্ড না

পাইলে স্বর্গে যাইতে পারিব না? তুমি আমার পুত্রের পিণ্ড আমাকে দাও, তাহা না হইলে আমি তোমার মনিবের কাছে গিয়া নালিশ করিব।

কিঙ্কর বলিল—তোমার পুত্র নয়, আমি কি করিয়া তোমাকে দিব! সংসারের ভিতর ব্যবহার কাণ্ড আছে, আর সাক্ষী শাস্ত্র আছে, ইহার কারণ যথার্থ অযথার্থ হয়, আর অযথার্থ যথার্থ হয়। কিন্তু আমার মনিবের রাজত্বে দিব্য চক্ষু আছে। এখানে সত্য ব্যতীত মিথ্যা চলিবে না; গোপনে যে যাই করুক না, আমরা সব দেখিতে পাই। আমরা সাক্ষী শাস্ত্রের উপর খালি নির্ভর করিয়া চলি না, কেননা সাক্ষী শাস্ত্রে হয়টী নয় হইতে পারে, আবার নয়টী হয় হইতে পারে। তবে সাক্ষী শাস্ত্রের উদ্দেশ্যটী অত্যন্ত ভাল। সে যাহা হউক, তুমি আমার মনিবের নিকট চল, তিনি যাহা করিবেন তাহাই আমার শিরোধার্য্য।

উভয়ে যমের নিকট উপস্থিত হইল। যম উভয়ের কথা শুনিয়া চিত্রগুপ্তকে ডাকিয়া বলিল—তুমি ইহার প্রকৃত ঘটনাটী আমাকে বল; কেননা সংসার হইতে উহার পুত্র উহাকে পিণ্ড দিয়াছে, অতএব উহার স্বর্গ হওয়া বিধেয়।

চিত্রগুপ্ত খাতা দেখিয়া যমকে বলিল—হুজুর! প্রকৃত পক্ষে সন্তানটী উহার নয়, তবে সাংসারিক ব্যবহার নিয়মে সন্তানটী উহার পুত্র বটে, ইহা সকলে বলে।

যম বলিল—স্বামীর মত্ লইয়া সন্তান উৎপাদন হইয়াছে, না প্রেমে হইয়াছে, না দত্তক পুত্ররূপে সন্তানটীকে গ্রহণ করা হইয়াছে?

চিত্রগুপ্ত—তিন প্রকারের কোন প্রকারের নয়, তবে কাম ভাবে বটে।

যম—বাপু! তোমার পুত্র নয়, তুমি ইহার পিণ্ড পাইতে পার না। তবে তোমার স্ত্রী স্বর্গে যাইতে পারে, কেননা পুত্রবতী। তুমি রেঁতের অপব্যবহার করিয়াছ, ইহার কারণ তোমার পুত্র হয় নাই। বীর্য্যবান পুরুষ হইতে হইলে চরিত্রকে সংশোধন করা বিধেয়। যে ব্যক্তির চরিত্র নাই সে ব্যক্তি মানুষের ভিতর গণ্য নয়। তুমি পুনরায় মর্ত্ত্যে চরিত্রবান হইয়া পুত্রোৎপাদন করিয়া স্বর্গে আইস।

তাপস—তবে তোমরা পুত্র বিহনে এই প্রকার দশা প্রাপ্ত হইয়াছ?

ব্যক্তি—আমাদের পুত্র আছে তাহার নাম তাপস। সে তপস্যা করিয়া সমস্ত সময়কে অতিবাহিত করিতেছে। সে জানেনা যে বিড়ালের ইঁদুর ধরার মত তাহাকে যমে লইয়া যাইবে! সে বিবাহ করে নাই, সেই হেতু তাহার পুত্র নাই। সে পুত্রহীন হওয়াতে আমাদিগকে দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে।

তাপস—তোমার নাম কি অমুক?

ব্যক্তি—হাঁ।

তাপস—আমার নাম তাপস। আমি জানিনা যে, সন্তান উৎপাদন না করিলে পূর্ব্ব পুরুষের স্বর্গ হয় না। বস্তুত চরিত্রবান না হইলে বীর্য্যবান হয় না, আর বীর্য্যবান না হইলে পুত্র হয় না। এখন জানিলাম যে সন্তান উৎপাদনের নাম স্বর্গ হয় এবং সেই হেতু স্ত্রীকে জায়া কহে। এক অর্থাৎ দয়াময় বলিয়াছেন যে "আমি বহু হইব" অতএব সকল বিষয়ের সারই বহু হয়। আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি বিবাহ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিব।

তাপস তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করিল এবং পরে সন্তান হওয়াতে ব্যক্তিগুলি উদ্ধার হইয়া স্বর্গে যাইল। দেখ,

এক অর্থাৎ দয়াময় যে বলিয়াছিলেন "আমি বহু হইব" ইহা সিদ্ধান্ত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপত্য বিনা স্বর্গ হয় না, ইহাও সিদ্ধান্ত হইল।
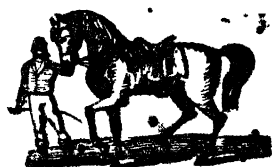
পুরী।

আকারটি পুরী হয় এবং ইহার কর্ত্তা আছে। ইন্দ্রিয় ও কর্ত্তার প্রেমে আমাদের এই সুন্দর পুরীটি চলিতেছে। আকার ব্যতীত গুণ হয় না, এবং গুণ ব্যতীত বিষয় হয় না, ফলত বিষয় ব্যতীত নিয়ম নাই; বাস্তবিক নিয়ম ব্যতীত শক্তি কোথায়? শক্তি ব্যতীত ফল নাই, ফল ব্যতীত আনন্দ নাই, এবং আনন্দ ব্যতীত মঙ্গল নাই। জগন্নাথ ও জগদ্ধাত্রীকে মঙ্গলময় ও মঙ্গলময়ী কহে, কেননা কামনা হইতে মঙ্গল ঘট হয়। এক কামনা বা ইচ্ছা করিলেন, "আমি বহু হইব"—অমনি বহু হইলেন।

কম্ অর্থাৎ মঙ্গল। কম্ + অন্ = কামন্ ;. কামন্ + আ = কামনা ; কম্ + নিন্ + ঈ = কামিনী। এখন দেখ কামনা বা কামিনী আছে বলিয়া আমাদের বা বিষয়ের অস্তিত্ব আছে এবং বাস্তবিক প্রেমটি আছে বলিয়া স্বর্গ আছে এবং সেই হেতু প্রেমটি স্বর্গীয় হয়। ফলত ইন্দ্রিয় বা কর্ত্তার প্রেমে আমাদের এই পুরীটি চলিতেছে, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

তাই, তাই নীচে অর্থাৎ নিভৃত স্থানে তাই—অর্থাৎ নীতাই। উৎপত্তির স্থান নীচে অর্থাৎ স্থূল জগতে হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

দার্শনিকেরা যুক্তির দ্বারা এই স্থূল জগৎকে ছাড়িয়া স্থূল সূক্ষ্মে যায়, কিন্তু স্থূল সূক্ষ্মটী প্রেম ছাড়া নয় বলিয়া আকর্ষণ ও বিকর্ষণের গুণে বিষয়গুলি হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

পুরী মন্দিরের বাহিরের অঙ্কিত দৃশ্যটি বড়ই ভাল, কেননা দৃশ্যটিকে স্থিরভাবে দেখিলে আর বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণাদি পড়িতে

হয় না। উৎপত্তি কাণ্ডের ছবিগুলি দেয়ালের উপর খোদিত থাকায় বুঝিবার আর দেরি থাকে না, কিন্তু সভ্য জগতের সভ্যতাতে এই প্রকার অঙ্কিত দৃশ্যগুলি ভাল নয় বটে, তবে কামকাণ্ডের ব্যবস্থাগুলি প্রকাশ্যরূপে থাকায় দোষারোপ করিতে পারা যায় না।

যাত্রীরা প্রথমে স্বর্গদ্বারে ঢুকিয়া মস্ত খিলান দেখিতে পায়, তার পর ফাঁকে পড়িয়া নানা রকমের দৃশ্য দেখিয়া আনন্দ ভোগ করে। তার পর যখন মন্দিরের চারিধার দেখিয়া লজ্জা পায়, তখন জড়সড় হইয়া শীঘ্র খাস মন্দিরের ভিতরে ঢুকিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তখনও জগন্নাথ বহু দূরে! অনেকগুলি সিঁড়ি নামিবার পর পাণ্ডারা দূর হইতে যাত্রীকে বলে—ঐ যে লাল মাণিক ঝক্ ঝক্ করিতেছে, ঐটী জগন্নাথের মাথার মণি; দেখিতে পাইতেছ? কেহ বলে "পাইতেছি." কেহ বলে "না," তার পর কিছু ঠেলা ঠেলির পর ছড়িদারদের হাতে পড়িতে হয়। "যে যত ছড়ির ইজ্জত দেয় সে তত শীঘ্র অন্ধকার পথ দিয়া মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করিয়া জগন্নাথকে দেখিতে পায়" ইহা সকলে বলে; কিন্তু দেখ, সদর হইতে অন্দরে যাইয়া জগন্নাথকে দেখা কত কষ্টকর! তবে প্রেম আছে বলিয়া পথিকের কিছুই পথ কষ্ট হয় না।

পুরীর দূরে স্থির, অতি স্থির, গম্ভীর কিন্তু কিনারাতে অস্থির, আর খালি আছড়ানের উপর আছড়ান সাগর; উপরে নীল, নীচে নীল, খালি যত কিছু উৎপাত কিনারাতে। এই সাগরের ধারে যে ব্যক্তি স্বর্গদ্বার সংজ্ঞা দিয়া পুরীর মন্দির তৈয়ার করিয়া দিয়াছে সে ব্যক্তি ধন্য; কেননা উদ্দেশ্যটী মহৎ। পুরীটী ঘূর্ণায়মান জগতের রহস্যেতে পরিপূর্ণ এবং উৎপত্তি হইতে নিবৃত্তি পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ তথায় দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া আমরা বলিতে পারি যে পুরীটী শ্রেষ্ঠধাম হয়।

দার্শনিকেরা উৎপত্তি ও নিবৃত্তিটীকে শাদার উপর কালির দাগ দিয়া দেখে, কিন্তু অবতারের শিষ্যেরা বিশ্বাস হেতু সেটিকে প্রত্যক্ষ দেখে। এইজন্য সকলে বলিয়া থাকে—"রথে জগন্নাথকে দেখিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।" দেখ, দার্শনিকদের ও অবতারের শিষ্যদের উদ্দেশ্য এক, তবে পথ আলাহিদা। যে পথটি সরল, আমার মতে সেই পথটি ভাল; তজ্জন্য বোধ হয় চারি ধামের মধ্যে পুরীধামকে শ্রেষ্ঠধাম কচ্ছে।

পুরীতে বর্ণ বিচার নাই বা একাদশীর ব্রত নাই। খালি খাও দাও আর প্রেমিক হইয়া প্রেম বিলাও। তবে আমাদের পুরীতে এখন এ সব রহস্যগুলির রহস্যকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ আপাতত আমরা ছায়াবাজীর প্রিয় পাত্র হই। জগন্নাথটি প্রভু কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তবে আমরা আমাদিগকে কাষ্ণ বলি না কেন? আর শ্রীমদ্ভাগবৎ খানিকে ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া গ্রহণ করি না কেন? যদি আমরা প্রেমিক হইতে চাই, আর উপাস্য ও উপাসক এইটিকে ঠিক রাখিতে চাই, তাহা হইলে প্রভু কৃষ্ণ ব্যতীত আর কোনই উপায় নাই। যেই হরি সেই নারায়ণ, আর যে কৃষ্ণ সেই বিষ্ণু বলিয়া যদি গোলমাল উঠাইয়া বৈষ্ণব বলি, তাহা হইলেই ছায়াযুদ্ধ হয়। প্রভু কৃষ্ণ পতিতপাবন হন এবং যদি আমরা প্রভু কৃষ্ণের উপাসক হই, তাহা হইলে কাষ্ণ কহা যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু তেত্রিশ কোটিকে পতিতপাবন রাখিয়া হিন্দু বলাটি ভাল নয়।

হিন্দুর অর্থ নাই, ইহার কারণ আমাদের অর্থ নাই; এবং তজ্জন্য আমরা যাহা কিছু ভাণ করিয়া লিখি বা বলি বা করি, তাহা সমস্ত অলীক। পরের দুরবস্থা দেখিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে বা কাণ খাড়া করিয়া পরের কুৎসা শুনিতে বা পরের

দুঃখ দেখিয়া সুখ ভোগ করিতে আমাদের মত ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই! আমরা অস্থির এবং সেই হেতু আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, ইহা আদৌ জানি না। ফলত আমরা অস্থির হই, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

নোবল্ ব্রিটন্ যে প্রকার উদারতার সহিত আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন, এ রকম উপকার জন্মদাতা বাপ করে না। বাপ জন্ম দিয়া থাকে বটে, কিন্তু নোবল্ ব্রিটন বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, বল ও সভ্যতা দিয়া আমাদিগকে মানুষ করিয়া দিতেছেন। দেবলেরা অন্য সকলকে শূদ্র বানাইয়া মজা লুটিতে ছিল, কিন্তু এখন ইংরাজী ভাষা শিখিবার দরুণ কত প্রকার হো হা ঘটিতেছে। "যার জন্য করি কাজ, সেই হয় পুরো বাজ"—যে প্রকৃত আমাদের মিত্র, আমরা তাহাকেই শত্রু বলিয়া জানি! কি মজার রহস্য!

যদি আমরা এক জগন্নাথকে বা প্রভু কৃষ্ণকে জানিতাম, তাহা হইলে তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর অস্তিত্ব থাকিত না। অতএব আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের ভিতর মনুষ্যত্ব নাই, তবে আমরা মানুষ আকারে জন্তু বটে।

সংজ্ঞা ব্যতীত সংজ্ঞা হয় না; ইহার কারণ আমাদের সংজ্ঞা নাই। তবে কি সংজ্ঞা নাই? সংজ্ঞা আছে বটে, তবে সংজ্ঞার সার যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সেটী নাই।

জগন্নাথকে আমরা প্রভু কৃষ্ণ কহি, কিন্তু আমরা বর্ণ ও অন্নের বিচার করিয়া থাকি। পুরীতে যুবতী ব্যতীত অঙ্কিত ছবি নাই, কিন্তু আমরা, বিবাহেতে কচি খুকীকে লইয়া খেলা করিয়া থাকি। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বৃষোৎসর্গের ব্যাপারে বয়স্কিনীকে দিতে হয় কিন্তু আমরা কেঁলে বাছুর দিয়া থাকি। অতএব আমরা পৈতে ছাড়া কার্য্য করি, ইহা প্রকাশ পাইল।

বৃষকাষ্ঠটিকে বৃষের জাত ব্যক্তিগুলিকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতে হয়, কিন্তু আপাতত অন্যে কাঁধ দিয়া রং করে, এইটি ভাল চিহ্ন নয়। ধর্ম্মের ষাঁড়ের ব্যবস্থাটি খুব ভাল কারণ ইহাতে ফসল ও দুধ যথেষ্ট পাওয়া যায়। কুলীনগুলি বড় ফেলনা নয়—যদি কুলীনত্ব বজায় থাকে। কুলীন অর্থাৎ অরিজিন্যাল, কুলীনত্ব অর্থাৎ অরিজিন্যালিটি। বীর্য্য, বংশ, মর্য্যাদা ও সভ্যতা কুলীন শব্দের ভিতর আছে, যদি ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারা যায়—যেমন বৃষকাষ্ঠের ভিতর "আমি বহু হইব" এইটির রহস্য আছে। তবে প্রকৃতি বিকৃতি হইয়াও পুনঃ প্রকৃতি হয় বলিয়া রহস্যটি সকলকার পক্ষে বুঝে উঠা ভার হয়।

পুরীতে যে শ্মশান ভূমিটি আছে আমরা তথাকার লীলাগুলিকে দেখিয়া আনন্দ অশ্রু না ফেলিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া বিষাদ অশ্রু ফেলিয়া থাকি। আর জলরাশিকে দূরে দেখিয়া ভ্রম শূন্য না হইয়া হতভম্ব হইয়া যাই। আবার ভবিষ্যতে ফল পাইব বলিয়া নারিকেল ফল ফেলিয়া ঢেউএর অনুক্ষণ আছড়ানাতে আছাড় খাইয়া চিৎপাত হইয়া পড়ি। এইগুলি কি আমাদের ভ্রম নয়? যদি ভ্রম হয়, তাহা হইলে আমরা আরও ভ্রমণ করিতে বাধ্য রহিলাম।

বর্ত্তমানে কর্ত্তা না থাকিলে কি ফল পায়? দেখ যত প্রকার গর্ভ হইবার ব্রত আছে সমস্ততেই নারিকেল ফলকে কোলে করিয়া ব্রত করিতে হয়; ফলত নারিকেল ফলই নারী কেলি হয়।

পুরীর দক্ষিণে ভারত সমুদ্র হয়। ইহার কারণ এই স্থানটি উৎপত্তি কাণ্ডের আকার হয় এবং সেই হেতু বোধ হয় পুরীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম কহে। একটি কিম্বদন্তী আছে—দক্ষিণে ভোগী, পূর্ব্বে রোগী, উত্তরে যোগী, আর পশ্চিমে ত্যাগী—যদি এইটি ঠিক হয় তাহা হইলে পুরীটি উৎপত্তি কাণ্ডের প্রত্যক্ষ ধাম হয় ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

"রথে বামনকে দেখিলে পুনর্জন্ম হয় না" যদি এইটি সত্য হয় তাহা হইলে এক পুরীতে আমরা উৎপত্তি ও নিবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ পাই— তবে এখন স্থিতিটির প্রয়োজন। স্থিতিটি বর্ত্তমানের পুরুষকার ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। দেখ, পুরী মন্দিরের বাহিরের অঙ্কিত দৃশ্যগুলি উৎপত্তি হয়, আর ভিতরের জগন্নাথের মূর্ত্তিটি নিবৃত্তি হয়। বাস্তবিক পুরীতে যাহারা জগন্নাথ দর্শনে যায় তাহারা শান্তি পায়; যদি এইটি সত্য হয় তাহা হইলে মনশান্তিই প্রকৃত শান্তি হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

পূর্ব্বে পুরী বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের আবাসভূমি ছিল। মনু-সংহিতাতে তথাগত ও মহাভারতে শ্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরে শাক্তের বল প্রবল হওয়াতে ভিক্ষুক, শ্রমণ ও তথাগতের বাস পুরী হইতে লোপ পাইল। চৌল বংশীয় ৺অনঙ্গ ভীমদেব হইতে পুরীর শ্রী আর এক প্রকার হইল। প্রভু কৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তনে পুরী মাতিয়া উঠিয়া প্রেমের সাগর হইল। কৃষ্ণ কাল হইল, বলরাম শ্বেত হইল, আর সুভদ্রা প্রেম সাগরের ঢেউ দেখিয়া ভয়ে জড় সড় হইয়া আত্ম রক্ষার্থ উভয়ের মধ্যে যাইয়া শক্তি হইয়া ভগিনী সম্বন্ধ পাতাইয়া রহিল। কৃষ্ণের বরণ কাল হেতু বাহির জগতকে বুঝায়, বলরামের বরণ শ্বেত হেতু অন্তর্জগতকে বুঝায়, আর সাংসারিক হইয়া ভদ্র বলিতে হইলে সুভদ্রা অর্থাৎ শক্তিকে বুঝিতে হয়। যদি বুঝা বুঝির বোঝা লইয়া স্থুল ও সূক্ষ্মকে বুঝ, তাহা হইলে কৃষ্ণ ও বলরাম ও সুভদ্রার প্রয়োজন, কেননা প্রকৃতি ও নিবৃত্তি ও পুরুষকার লইয়া ঘূর্ণায়মান জগতটি আবহমান কাল ঘুরিয়া বর্ত্তমান আছে। আমি আছি এইটি যদি বিশ্বাস করি, তাহা হইলে বর্ত্তমানটি সিদ্ধান্ত হয়। আমার শক্তি আছে এইটি যদি বলি, তাহা হইলে যুক্তির সুভদ্রা হয়, আর আমি পুরুষকারের দ্বারা

ক্রিয়া করিব যদি এই বুলিটি বলি, তাহা হইলে পুরুষকারটি ঠিক হয়। যদি এই গুলি ঠিক হয় তাহা হইলে প্রকৃতিটি অর্থাৎ উৎপত্তিটি ঠিক, আর যদি উৎপত্তিটি ঠিক হয় তাহা হইলে নিবৃত্তিটি ঠিক। তবে বলের সহিত রমণ না করিতে পারিলে বলরাম অর্থাৎ নিবৃত্তি হয় না। দেখ, আগুনে ঘি দিলেই আগুনের তেজ বাড়ে, কিন্তু বেশী পরিমাণে ঘি ঢালিলে আগুন নিবে যায়। যদি এই সব যুক্তিগুলি ঠিক হয় তাহা হইলে পুরীর জগন্নাথটি ঠিক। আর পুরীর জগন্নাথ ঠিক হইলে প্রভু কৃষ্ণটি ঠিক হয়। আর প্রভু কৃষ্ণ ঠিক হইলে ভাই বলরামটি ঠিক হয়। আর কৃষ্ণ ও বলরাম ঠিক হইলে শক্তিটি অর্থাৎ সুভদ্রাটি ঠিক হয়। যদি সবই ঠিক হয়, তবে আমরা সংস্কারকে ভাঙ্গি কেন? আমরা সংস্কারে আছি বলিয়া এটা সংসৃতি বলিয়া কথিত হয়, এইটী জানা আবশ্যক। এখন দেখ জগন্নাথ এক, অবতার এক, শক্তি এক; ফলত বর্ত্তমান এক। যদি সবই এক, তবে আমরা হই কেন দো?

তাই, তাই, নীতাই অর্থাৎ নীচে তাই = প্রকৃতি; তাই, তাই স্বতাই অর্থাৎ উপরে তাই = নিবৃত্তি। তাই, তাই, সুভদ্রা তাই অর্থাৎ মধ্যে = শক্তি। শক্তি ব্যতীত উপরে বা নীচে যাইবার বা আসিবার উপায় নাই। তবে কেন আমরা বিরহিনী না হই?, ফলত পাগলিনী না সাজিতে পারিলে প্রেমিকা হয় না।

প্রেমটি কি?—আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তি; এবং এই শক্তিটি কি?—ভালবাসা। ভালবাসাটি কি?—বাসনা। বাসনাটি কি?—বাস—না। এখন দেখ, যদি বাসই গেল, তবে সবই গেল। যদি সবই যায়, তাহা হইলে সবই হইল কি না বল দেখি?

হে প্রভু, জগন্নাথ! আমি আপনাকে সংজ্ঞা দিয়া সংজ্ঞা বিশিষ্ট করিয়া আমার সংজ্ঞা করিলাম। আপনি আকার অর্থাৎ গুণবিশিষ্ট হইয়া সংসারের নিয়মানুসারে নিযুক্ত হইয়া স্বকার্য্য সাধনের জন্য আপনি প্রভু কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন। হে এক জগন্নাথ! আমি আপনাকে আর নির্গুণ কহিব না। আমি সগুণ কহিব, কেননা প্রভু কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ আকারবিশিষ্ট দেখি, এবং প্রভু কৃষ্ণের লীলা ৺বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে প্রাচীন বর্হিতে "পনি" বলিয়া একটি জাতি রাজত্ব করিয়াছিল, তৎপরে যখন আর্য্যেরা আসিয়া পনিদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিল তখন হইতে প্রাচীন বর্হিনাম লোপ হইতে স্থরু হইল। আর্য্য বলিয়া একটি জাতি ছিল ইহা বোধ হয় না। তবে বহু পরে আর্য্য সংজ্ঞাটি জাতিতে পরিণত হইয়াছে। আরমেনিয়ান ও জর্জ্জিয়ানেরা অতি সুন্দর পুরুষ হয়। ইহা হইতে কি আর্য্য জাতি হইয়াছে, না আর্য্য জাতি হইতে উহারা হইয়াছে?—কেননা আর্য্যেরা অতি সুন্দর পুরুষ ছিল, আর সংজ্ঞাগুলির সহিত মিল দেখিতে পাওয়া যায়; তবে না হইতে পারে, কিন্তু আর্য্য জাতিটী যে ভারতের ভিতর নয়, ইহা খুব ঠিক, কেননা সুন্দর বপু, কান্তি ও শ্রী ভারতের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে যদি ভারত বলিলে সুমেরু পর্য্যন্ত বুঝায় তাহা হইলে হইতে পারে।

প্লাহ্বেরা সূর্য্যোপাসক ছিল। সূর্য্যের অপর একটী নাম বিশ্বমিত্র হয় এবং যে ব্যক্তি প্রথম সূর্য্যোপাসক হইয়াছিল বোধ হয় সেই ব্যক্তিই বিশ্বামিত্র হয়। মিথ্র ও মিত্র একই শব্দ; বেদে মিত্র আর জেণ্ডাভেষ্টাতে, মিথ্র। ভারতের শূর বড়, আর অশূর ছোট; কিন্তু প্লাহ্বতে অশূর বড়, আর শূর ছোট। মিত্রের বা মিশ্রের অপভ্রংশ মিশর শব্দটি হয়। মিশ্রেরা ভারতে

এখনও বামুন বলিয়া কথিত। মিশ্র, মিত্র ও মিশ্র এক কি না সন্দেহ।

আর্য্যেরা বহুকাল ধরিয়া রাজত্ব করিবার পর উহারা আদিম নিবাসীদের সহিত মিশিবার কারণ বোধ হয় উহাদের ভিতর অনেক প্রকার বর্ণ হইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে হত শ্রী হইতে সুরু হওয়াতে বর্ণে বর্ণে ঝটাপটি ঘটিল। হুনেরা এই সুবিধা পাইয়া বোধ হয় রাজত্ব স্থাপন করিয়া ভারতের নাম হিন্দুস্থান রাখিল। আহির, জাট ও রাজপুত এক হয়। তবে ব্যবসাগুণে আপাতত তিনটি আলাহিদা জাতি হয়। আহিররা গোয়ালার ব্যবসা ধরিল, জাটেরা চাষের ব্যবসা ধরিল, আর রাজপুতেরা রাজার ব্যবসা ধরিল। বাপ্পারাওর পূর্ব্বে রাজপুত সংজ্ঞা ছিল না এবং এই ব্যক্তিই প্রথম রাজা হয়। যদি এইটি ঠিক হয় তাহা হইলে রাজপুত জাতিটি বাপ্পারাও হইতে হইয়াছে। রাজপুতেরা কখনও রাজচক্রবর্ত্তী হয় নাই। তবে প্রদেশাধিপতি ছিল। খণ্ডপতিতে খণ্ডপতিতে গোলযোগ হওয়াতে আরও অনেক খণ্ডপতি বাড়িয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিল। মুসলমানেরা এই সুবিধা যোগে বোধ হয় হিন্দুস্থানে আসিয়া রাজত্ব স্থাপন করিল। আবার উহাদের ভিতর মোগল ও পাঠান থাকায় বড়ই বিবাদ বিসম্বাদ চলিল। পরে নিজ নিজ ঘরের ভিতর মনোমালিন্য হওয়াতে বড়ই ষড়যন্ত্রের পরামর্শ ছুটিল এবং কিছু দিনের মধ্যে হাঁপাইয়া পড়িল। এই সময় খ্রীশ্চানেরা রাজত্ব স্থাপনের দরুণ বিধিমতে চেষ্টা করিতে থাকিল। পর্টুগীজ, ডাচ্, ফরাশী ও বৃটিশেরা নিজের নিজের দল বল লইয়া রাজত্ব স্থাপনের দরুণ বিধিমতে চেষ্টা করিতে থাকিল, কিন্তু অবশেষে নোবল্ ব্রীটন হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হইলেন।

পুরীতে জগন্নাথ রহিয়াছেন। জগন্নাথ কৃষ্ণাবতার ব্যতীত অন্য কেহই নন। কৃষ্ণাবতারে পুরুষকার রহিয়াছে এবং প্রভু কৃষ্ণের জীবন চরিত ৺ বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিয়া গিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত খানিকে ধর্ম্মপুস্তক করিলে ধার্ম্মিক হইতে পারা যায়। আর ধার্ম্মিক হইলে চরিত্র ঠিক হয়। আর চরিত্র ঠিক করিতে পারিলে বীর্য্যবান হইয়া পুরুষকারের দ্বারা ক্রিয়া করিতে পারগ হয়। আর বাস্তবিক ক্রিয়া হইলে ফল পায়, আর ফল পাইলে আনন্দ হয়, আর আনন্দ আসিলে শান্তি হয়। দেখ, এক পুরীকে লইলেই স্থূল ও স্থূল সূক্ষ্মের ঘূর্ণায়মান জগতের সব বিষয়কে পাই। পুরীতে বর্ণ বিচার নাই। ফলত সকলেই ভাই ভগিনী হই। প্রকৃতি ও নিবৃত্তি তত্ত্বগুলি পূর্ণমাত্রাতে স্থলে ও জলে অঙ্কিত। বিদ্যাবতী ও গুণবতী সুন্দরী সর্ব্বত্র বিরাজিত। আবার ভাই ভগিনীর প্রেম মাঝে লুক্কায়িত। "আমি বহু হইব" এই বেদবাক্যটি সমুদ্র তটে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া সমুদ্র গর্ভে নারিকেল ফল ফেলিবার প্রহসনে স্পষ্ট প্রকাশিত। ভোগই পুরীর পূজা হয়, কেননা অন্ন না হইলে পুরী থাকে না। যে দেশে যথেষ্ট অন্ন থাকে, আর যে দেশ ফল ও ফুলে পরিপূর্ণ থাকে, সে দেশে কি ব্যাধি থাকে? আমাদের পুরীতে আপাতত মহাব্যাধি রহিয়াছে, কই আমরা তো ইহার দরুণ বিশেষ কিছুই উপায় করি না! যাত্রীর দরুণ আমরা কি হাঁসপাতালের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছি? যদি কথার ছলে করিয়া থাকি কিন্তু কার্য্যে কিছুই করি নাই। আমরা ভাষার প্রাদুর্ভাব কিসে হয়, ইহার চেষ্টা খুব করিয়া থাকি ও যথেষ্ট পয়সা সংগ্রহ করিয়া থাকি। ইহাতে হবে কি?—আরও অশান্তি, কেননা অন্ন পাবে কোথায়? পুরীতে মহাব্যাধি থাকিলে অন্ন সংগ্রহ করিবে কে? পরিশ্রম না করিতে পারিলে অন্ন সংগ্রহ হয় না।

এখন পরিশ্রম করে কে? আপাতত পুরীটি মহাব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং পুরী অসুস্থ থাকিলে সরিষা ফুল দেখিয়া পরে নিকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত হয়। দেখ, আমরা হিংসাপরায়ণ কি না? পরশ্রীকাতর কি না? এবং আমাদের মনের ভিতর সর্ব্বক্ষণ অশান্তি বয় কি না? যদি এই প্রকার প্রকৃত ঘটনা ঘ্যট, তাহা হইলে প্রথমে ঘটটীকে অর্থাৎ পুরীটীকে মহাব্যাধি থেকে তফাৎ করা বিধেয়।

আরও দেখ, আমরা বলিতেছি, স্ত্রীলোকের বিবাহ অধিক বয়সে হওয়া কর্ত্তব্য—ইহা যে ঠিক, কে না বলিবে?—যখন পুরীর ছবিগুলি কচি খুকী নয়, বরং ষোড়শী। তবে আমরা কুমারীদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করিয়াছি কি? আরও দেখ, যদি দেহ অর্থাৎ পুরীতে মহাব্যাধি থাকে তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে কে? অতএব ইহাতে ইহাই প্রকাশ পাইল যে, পুরী হইতে মহাব্যাধিকে দূরীভূত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অহে ভাই ভগিনি সকল! আইস আমরা রাজভক্ত ও ধার্ম্মিক হইয়া আমাদের পুরীতে শান্তি বিস্তার করি।

আনন্দ, প্রেম ও রাজভক্তি ব্যতীত শান্তি নাই এবং তজ্জন্য শান্তি ব্যতীত শান্তি নাই।

নাভিপদ্মে উৎপত্তি, আবার নাভিপদ্মে নিবৃত্তি; তাই পদ্মটী ফুলের রাণী বলিয়া কথিত, এবং তজ্জন্য আমাদিগের নিকট পদ্মটী এত আদরণীয়া। যেখানে উৎপত্তি সেই খানেই নিবৃত্তি, ফলত জীয়ন্ত প্রকৃতির পূজা হওয়া বিধেয়।

অহে ভাইসকল! আইস আমরা জীয়ন্ত প্রকৃতিকে পূজা করিতে শিখি, কেননা জীয়ন্ত প্রকৃতি রত্ন প্রসবিনী হয়। অবতারের দ্বারা এই ঘুর্ণায়মান জগতের সাংসারিক ব্যাপার চলিতেছে এবং এই ব্যাপারের রক্ষা করিবার ব্যাপারী রাজচক্রবর্ত্তী হয়। দেখ,

রাজচক্রবর্ত্তী বিনা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কিছুই হয় না। অতএব কেন না আমরা রাজভক্ত হই?

প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব থাকায় সকলকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, আর কর্ত্তব্য কর্ম্মের বোধ ঘটিলে পরস্পরের ভিতর ভক্তি ঘটে, আর ভক্তি ঘটলেই রাজভক্তি অনিবার্য্য। ফলত রাজভক্ত হইলেই পুরীর সমস্ত সম্বন্ধগুলি মিলিয়া শান্তি হয়।

শান্তি আছে কোথায়?—পুরীতে।

পুরীটী কি?—দশেন্দ্রিয় বিশিষ্ট বস্তু।

দশেন্দ্রিয়ের কর্ত্তা কে?—মন। বাস্তবিক আমরা মন হইতে মনন করিতে পারি বলিয়া মনুর অস্তিত্বটি বজায় আছে। ফলত মনু হইতে মানব হয় ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

প্রত্যেক মানবের দায়িত্ব আছে এবং সেই হেতু মানবত্ব আছে। এখন মানবত্ব কি?—জীবে দয়া।

দয়া কি?—সহৃদয়তা।

সহৃদয়তা কি?—আসঙ্গলিপ্সা।

আসঙ্গলিপ্সা কি?—নিয়ম।

নিয়ম কি?—কর্ত্তা।

কর্ত্তা কি?—স্বামী। দেখ, এক স্বামী ব্যতীত স্থূল সূক্ষ্ম বা স্থূল জগতের ভিতর শান্তি নাই, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

বায়ু, পিত্ত ও কফ সাম্য অবস্থাতে থাকিলে পুরী বেশ সুন্দররূপে চলে কিন্তু ন্যূনাধিক্যে রোগ হয়। তজ্জন্য চিকিৎসকের প্রধান কর্ম্ম সাম্য ক্রিয়া হয়। যদি এইটি সত্য হয় তবে চিকিৎসকের নিজের পুরীতে অকাল ঘটনাগুলি ঘটে কেন? অতএব বুঝিতে হইবে যে আমাদের চিকিৎসকেরা খালি শ্লোক মুখস্থ করে কিন্তু কিছুই বুঝে না, ফলত উঁহাদের কথা কথকতা ব্যতীত কিছুই নয়।

উহারা বলিয়া থাকে বাল্য বিবাহটি ভাল নয়, কেননা বীর্য্যবান সন্তান সন্ততি হয় না। এইটি যে ঠিক ইহার কোনও ভুল নাই, তবে চিকিৎসকেরা কচি খুকির বিবাহ দেয় কেন?

রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র। কিন্তু শুক্র হইতে কি হয় ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই, কেননা সকলেই জানে যে শুক্র হইতে উৎপত্তি হয়। অতএব রস গোড়া, আর শুক্র শেষ, ইহাই সাম্যবাদীর বিবেচ্য বিষয় হয়। যদি পুরীর ব্যবস্থা এই হয়; তাহা হইলে চিকিৎসকেরা রসবাদী হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

রসটি কি, ইহা চিকিৎসকদিগের জানিবার প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক রসটি কুপিত হইলে বায়ু ও পিত্ত চঞ্চল হয় এবং সেই চাঞ্চল্যে পুরীতে রোগের উৎপত্তি। ইহাতে ইহাই প্রকাশ পাইল যে, চিকিৎসকের কর্ম্ম সাম্য ক্রিয়া হয়, ইহাও সিদ্ধান্ত হইল।

রস কোথা হইতে হয় বা শুক্র হইতে কি হয় ইহা চিকিৎসকের কর্ম্ম নয়, যদি এই যুক্তিটি ঠিক হয় তাহা হইলে উৎপত্তির কথা কহা চিকিৎসকের পক্ষে দোষনীয় ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

পুরীতে যে মহাব্যাধি রহিয়াছে, কই কোন চিকিৎসক তো ইহার ব্যবস্থা করে না? মহাব্যাধির লক্ষণ কি, ইহা চিকিৎসকেরা বেশ জানে। মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা পূঁজ ও রক্ত লইয়া চারিধারে ছড়ায়, যাহাতে অন্যের সুন্দর পুরীটি মহাব্যাধি রোগে আক্রান্ত হয়। মহাব্যাধি অপেক্ষা সংক্রামক রোগ আর দ্বিতীয় নাই। যদি এইটি সত্য হয় তাহা হইলে চিকিৎসকের প্রধান কর্ম্ম হয় যাহাতে পুরীতে না মহাব্যাধি থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কোন চিকিৎসক ইহার ব্যবস্থা করে না। অতএব ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, আপাতত চিকিৎসকেরা সাম্য ক্রিয়া কি তাহা আদৌ জানে না।

বায়ু, পিত্ত ও কফ সমান থাকিলে পুরীটি বেশ থাকে। যদি এইটি সত্য হয় তাহা হইলে জগন্নাথ, অবতার ও ভূস্বামীর প্রতি ভক্তি ঠিক। কিন্তু দেখ, রাজ ভক্ত না হইলে অন্য দুইটির কার্য্য হয় না, ফলত পুরীর অস্তিত্বটি থাকে না। অতএব ইহাতে ইহাই প্রকাশ পাইল যে স্থূল সূক্ষ্ম ও স্থূলের কার্য্য ভক্তি ও সাম্য ক্রিয়া হয়।
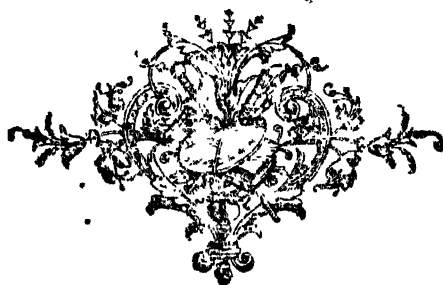
দুষ্ট বুদ্ধিতে ইষ্ট কই?

অহে ভাই ভগিনি সকল! আইস আমরা দুষ্ট বুদ্ধিটি ছাড়ি, কারণ দুষ্ট বুদ্ধিতে কখনও ইষ্ট হয় না। যতদিন আমরা এক রকম ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইব, এক রকম পোষাকধারী না হইব, এক রকম রঙে রঙ্গিলা না হইব, এক রকম আহারী না হইব এবং এক রকম বুলি সকলে না কপ্‌চাইব এবং অকপট হৃদয়ে রাজভক্ত না হইব, ততদিন আমরা দুষ্ট বুদ্ধি ধরিয়া নষ্ট হইব। সংস্কার ব্যতীত মুখস্থ বিদ্যাতে সংসারের কি কোন্ প্রকার ইষ্ট হয়? যদি হইত তাহা হইলে আমাদের মনের ভিতর এত ময়লা থাকিত না, অসভ্য চিরকালই অসভ্য থাকে। আমরা যাহা কিছু ভাণ ধরিয়া মুখে বলি, কার্য্যতে তাহার ঠিক বিপরীত করি। আমরা ভাই ভগিনী মুখে বলি বটে কিন্তু আমরা ভাই ভগিনীর মড়া স্পর্শ করি না, দুঃখে বা সুখে দুঃখিত বা সুখী হই না। আমরা বক্তা বা লেখক বা নাস্তিক বা সামাজিক হাঙ্গর সাজিয়া সমাজের ভিতর অশান্তি জাগাইতে পারি। মনের মিল না হইলে শান্তি হয় না। আমাদের ভিতর ধর্ম্মের, পোষাকের, রঙের, আহারের ও ভাবের মিল নাই বলিয়া আমরা পরস্পরের শত্রু হই এবং সেই হেতু আমরা ধার্ম্মিক ও রাজভক্ত হইতে পারি না। নোবল ব্রীটন আমাদিগকে অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতা দিয়া শান্তি দিতেছেন কিন্তু আমরা নোবল ব্রিটনকে ভাল চক্ষুতে দেখি না, কেননা আমরা নিজে ভাল হইতে পারি না তজ্জন্য

অপরের ভাল দেখিতে পারি না। আমাদের দেশে কিংবদন্তী আছে "নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করা ও সতিনীর বাটীতে বিষ্ঠা গুলিয়া খাওয়া"। যে মানুষের ভিতর পরের অনিষ্ট করা একটি প্রধান ব্রত হয় সে মানুষের ভিতর কি ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে? মানুষ গুণে বড় হয়,—যে গুণী সেই পূজনীয়, বরণীয় ও আদরণীয়। আমরা গুণোচিত মর্য্যাদা দিতে আদৌ জানি না। ইংরাজি বিদ্যার দরুণ আমরা বক্তা বা লেখক হইয়াছি, আর সংস্কৃত শ্লোকের দরুণ আমরা অহংকারী, হলুদে বা ছাই মাখা ব্যক্তি বা গলায় দড়ে বলিতে পারিয়াছি, কিন্তু দেখ আমাদের ভিতর কি ভাই ভগিনী সম্বন্ধ আছে? যদি উত্তরী ছাড়িয়া খামখেয়ালী হিসাবে সাদা ত্রিদণ্ডী ব্যবহার করিতে পারে, তাহা হইলে লাল বা হলুদে ত্রিদণ্ডীর ব্যবহার হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি! আরশিতে মুখ দেখা ব্যতীত ইহাতে অন্য কিছুরই রহস্য নাই—যেরূপ দেখাইবে সেইরূপ দেখিবে। আগু পা যেথায় যায় পিছু পাও তথায় যায়। খোলা বিদ্যা থাকাতে আমরা পাগল হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ পাঁচ টাকাতে ও পান্তা ভাতেতে কি আনন্দ ভোগ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন আমরা পাঁচশত টাকা পাইয়াও সে আনন্দ ভোগ করিতে পারি না। আমরা নকল-নবিশ হইবার কারণ আপাতত নিজের ক্ষমতানুসারে কোন কার্য্য করি না বরং বাহাদুরি দেখাইবার দরুণ দুষ্ট সরস্বতীর শিষ্য হইয়া থাকি। হিন্দুস্থানে নোবল ব্রিটনের আগমনাবধি আজ পর্য্যন্ত আমরা কি কিছু সমাজের ইষ্ট করিতে পারিয়াছি? তবে দুষ্ট বুদ্ধি যথেষ্ট ধরিতে শিখিয়াছি কেননা আমরা তোতা পাখী বা নকল-নবিশ হই। যদি নোবল ব্রীটন আমাদিগের শরীর ও ধনকে রক্ষা না করিতেন তাহা হইলে আমরা

পয়মাল হইয়া যাইতাম। আমাদের আর্থিক অবস্থা কি ছিল, এখন কি হইয়াছে একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। আমাদের বিত্থার দৌড়, রূপের ছটা, মাপসই পোষাক, জমকালো ও সৌখিন বাড়ি ঘর দোর, খাটের চাকচিক্য, দাঁড়াইবার ঠমক, কথার রং ঢং, মনের ভিতরের বজ্জাতি, বাহিরের বপুর লাবণ্য, খাওয়ার উলট পালট, নকলের বাড়াবাড়ি কতদূর বাড়িয়াছে ইহাও একবার স্থিরভাবে ভেবে দেখ তাহা হইলে বেশ জানিতে পারিবে যে আমরা একের নম্বরের নকল-নবিশ কি না! কিন্তু দেখ, এত দুষ্ট বুদ্ধি ধরিয়াও আমাদের ভিতর ইষ্ট কই? আমরা বেদ বেদান্ত পুরাণাদি পালার সহিত অন্য হর্ রকম পালার নকসার অভিনয় করিয়া দেখাইতেছি যে আমরা পুরাতন ঢিপি, আবার তাম্র ফলক তুলিয়া আমাদের রং ফলাইতেছি কিন্তু আমরা যে রূপান্তর হইয়া উই বা লাল পিপ্ড়া হইয়াছি ইহাতো আমরা স্বীকার করি না। বাস্তব পক্ষে আমরা লাল পিপ্ড়ার মত কুট কুটে বুলি শিখিয়া উইের মত নষ্ট করিতেছি, ইহার কারণ আমরা শান্তি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র হই। তাই বলি দুষ্ট বুদ্ধিতে কখনও ইষ্ট হয় না।

বারাঙ্গনারা বারাণ্ডায় দাঁড়াইলে আমাদের চরিত্র খারাপ হইতে পারে কিন্তু রঙ্গালয়ে একস্থানে আট বা নয় ঘণ্টা হাব ভাব, কায়দা বুলি কপ্চানোর সহিত রং ঢং দেখিলে বা শুনিলে ছেলেদের বা ঘরের ঘরণীদের চরিত্র খারাপ না হইয়া বরং চরিত্র ভাল হয়, কেমন হে! ভাই ভগিনী সকল! তবে আমরা বলিতে পারি এখন মা, মাসী, কন্যা, বা ভগিনা পাই কোথায়? যদি এইটুকুর উন্নতি নাই তবে কেন খালি বুলি আওড়াই? আমাদের রহস্য অদ্ভুত, মুখে এক রকম, কণ্ঠে আর এক রকম, হৃদিতে অন্য রকম, পেটে আর এক রকম এবং কার্য্যে সম্পূর্ণ আলাহিদা!

পাঁচ কলাই ব্যতীত আমাদের অস্তিত্ব নাই, এখন জানিতে পারিলে ?
আমরা বিধবা বিবাহের ঢেউত খুব তুলিয়াছি, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে বিধবা বিবাহ দিলে কত দলা দলি হয়, তবুও বিধবা বিবাহের উদ্দেশ্য যেটি সেটি হয় না, অর্থাৎ পুরুষ বিহীন থাকিবে না। একটি মরিলে আর একটি, আবার সেটি মরিলে অপর একটি, যতক্ষণ না স্ত্রীলোকটি সক্কর চিলের বাসা হয় অর্থাৎ না বলে! বিবাহের উদ্দেশ্য কি ?—সংসার নিয়মে অপত্য।

এখন লোক সংখ্যা বেশী, না অন্নের পরিমাণ বেশী ? যদি লোক সংখ্যা বেশী হইয়া থাকে তাহা হইলে সৌরিন্ধ্রী করা বিধেয়।
অহে ভাই ভগিনী সকল আমরা তাই করি কি ?—না বাল্য বিবাহটিকেও সঙ্গে সঙ্গে খুব চালাই। তবে আমরা বলিতে পারি, আমরা বাল্য বিবাহ রোধ করিবার দরুণ যথেষ্ট চেষ্টা পাই, কিন্তু কেহই শুনে না। যদি এইটি বাস্তবিক ঠিক হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয় যে তিন প্রকার বিবাহ এক দেশে হয়।

আমাদের ভিতর তিন প্রকার বিবাহ চলিতেছে, তজ্জন্য আমরা অন্নাভাবে শীর্ণ হইয়া বহু অপত্য বহিয়া শেষে জীর্ণ বপুটি লইয়া অকালে রূপান্তর হই। দেখ, বুঝিবার দোষে ভাল উদ্দেশ্যটিও খারাপ হয়। কোথায় ভাল হইবে, না অকর্ম্মণ্য অপত্য বেশী হওয়াতে অন্নের অভাবে অশান্তি বাড়িল! এখানে "আমি বহু হইব" এই যুক্তিটি আনিবে না, যেখানে যেটি লাগে সেখানে সেইটিকে লাগাইতে হয়, কারণ যথা তথা ফাঁকি কাটিলে ফাঁকিতে পড়িতে হয়। আপাতত যে গৃহে চারিটি বিবাহের উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী আছে সেইখানে একটির বিবাহ হইলে, জমা ও খরচ ঠিক চলে। অহে ভাই

ভাগিনী সকল আমোদের ফাজিলামির দরুণ কি করিয়া হিসাবে ফাজিল হইয়া অশান্তি জাগে, এখন জানিতে পারিলে?

আমরা দু' চারিদিন স্বাধীন দেশে থাকিয়া উহাদের চাল শিখিয়া আসিয়া এবং আমাদের চালের দাম বাড়াইয়া দিয়া কোঠা বাড়ী তৈয়ার করিতে বলিয়া চালের মটকা ভাঙ্গাইতেছি, আবার শ্রমজীবিরা ধর্ম্মঘটের হদিস পাইয়া নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারিবার ব্যবস্থা করিতেছে! এরকম বজ্জাতি চালে আমরা চালের দাম কত বাড়াইয়া দিতেছি! বাস্তবিক নিজেরাও চাল বজায় রাখিবার জন্য কত প্রকার বজ্জাতির উপায় অবলম্বন করিতেছি, আবার যখন নিষ্ফল হইতেছি তখন কত অশান্তি ভোগ করিতেছি। দেখ, উপযুক্ত না হইয়া কোন কার্য্য করিতে যাইলে নৈরাশ হইয়া অশান্তি ভোগ করিতে হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

আমরা বর্ণ লইয়া হুলুস্থুল পাতিয়াছি, বেদ থেকে বস্ত্র বিচার পর্য্যন্ত পড়িয়া প্রমাণের সহিত বলিতেছি যে আমরা ভাই ভগিনী হই কিন্তু আমরা দান ও গ্রহণের বা মরা দাহন করিবার সময় কি প্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণ বিচার করিয়া থাকি! অহে ভাই ভগিনী সকল, আইস একবার দুষ্ট সরস্বতীকে ছেড়ে বলি, "দুষ্ট বুদ্ধিতে ইষ্ট কই?"

আমরা কেন পরদেশে যাইয়া নিজের পুরাতন সংস্কারগুলিকে ভাঙ্গি বা পরদেশীয় ছেলেগুলির মাথাকে খারাপ করি? যে পরীক্ষা গুলি সেইখানে আছে সেই গুলির দরুণ সরকার বাহাদুরকে দরখাস্ত করিলেইতো চুকিয়া যায়। সরকার বাহাদুর অনুমতি দেন ভাল, না দেন তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? তবে আমরা বলিতে পারি যে আমরা সুপ না খেলে বা পরদেশের বাতাস গায়ে না লাগালে লাফাতে পারি না। এইটি যে ভুল নয় ইহা স্বীকার

করি বটে, তবে ক্ষীণ পায়ে লাফাইতে গেলে পড়িয়া খোঁড়া হইয়া অশান্তি ভোগ করিতে হয়, কিন্তু দেখ, আমরা খোঁড়ার খবর না দিয়া বরং বলি "কিয়া মজাদার ঘুঘুনিদানা, একবার খাইলে আর ভুলিবে না।" এই প্রকার বজ্জাতি বুদ্ধিতে হয় কি?— অশান্তি ব্যতীত শান্তি হয় কি? রাস্তায় চলিতে চলিতে বোষ্টমের পায়ে কাঁটা ফুটিলে বোষ্টমেরা পিছনের লোককে বলে না যে পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছে পাছে পিছনের লোকের পায়ে না কাঁটা ফুটে। দুষ্ট বুদ্ধিতে ইষ্ট কই?

অহে ভাই ভগিনী সকল, আমরা যে আপাতত ভাষার দরুণ এত দান সাগরের আয়োজন করিতেছি ইহাতে হবে কি?— ইহাতে অশান্তি বাড়িবে, কেননা ভাষার দরুণই অভাব বাড়িয়া অশান্তিটি জাগিয়াছে। যদি আরো ভাষা ছড়াই, তাহা হইলে আরো মাতাল হইয়া নাচিব। মাতাল হইলে কি জ্ঞান থাকে, না লজ্জা থাকে? তাই বলি কেন গরিব গোবেচারাদিগকে হাঁপুস নয়নে কাঁদাইবে!

অহে ভাই ভগিনী সকল ভাষা বিদ্যালয়ের দরুণ চাঁদাতে যত টাকা আদায় হবে, সে টাকাতে অন্ন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করনা তাহা হইলে সকলে সুন্দর রূপে যে যার অন্ন সংগ্রহ করিয়া এবং রাজভক্ত হইয়া মনে শান্তি ভোগ করিবে। অন্ন বিদ্যালয় যথা—মালী, মাঝি, মাল্লা, চাষা, মুচি, পাঁচ বেনে, বনজ, খনিজ, গাড়োয়ান, ছুতর, গোয়ালা, মিস্ত্রি বিদ্যালয় ইত্যাদি। অভাবের নাম অশান্তি, আর স্বভাবের নাম শান্তি। যদি এইটি সত্য হয়, তাহা হইলে খালি ভাষা ছড়াইয়া কেন লোকগুলির চাল বাড়াইয়া দিয়া চালের দাম বাড়াইয়া অশান্তি জাগাও? আমাদের দেশে ভাষা শিখিলে খালি কথরের অর্থাৎ কেরানীর, আইনজ্ঞের, ডাক্তারের, ইঞ্জিনিয়ারের, মাষ্টারের, খবরের কাগজের, হলুদে কুকুরের, আর

গলায় দড়ের দল বাড়ে এবং ইহাদের ভিতর অন্নের অভাব ছুটলেই মাথা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিয়া কত রকম বজ্জাতি চারিধারে ছড়াইয়া ফেলে; এই বজ্জাতিটিই অশান্তির কারণ। যদি অন্নের ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে কি অশান্তি জাগিত, না রাজভক্তি কুণ্ঠিত? তাই বলি খালি ভাষা বিদ্যালয়ের দরুণ আর ক্ষেপো না, যদি ক্ষেপ পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর চোরের সঙ্গে ভদ্র মরিবে; ইহা নিশ্চয় জানিবে।

ষাট লক্ষ বিধবা আছে বলে বাঁচোয়া আছে—যেমন পাশ্চাত্য দেশে সৈরিন্ধ্রী আছে বলে হিসাব ফাজিল হয় না। তাই বলি আমরা ফাজলামী ছাড়িলেই ফাজিল কথাটি উঠে যায়, অন্নের খবর লইলেই বালাই যায়। তাই আমরা করি কি?—না একটা ভাল বিষয়ের ভাণ ধরে বাহাদুরি দেখাই? তবে একটি ছোট কথায় বুঝাইয়া দিই—বিধবা বিবাহ ভাল। কিন্তু বাল্য বিবাহের সঙ্গে বিধবা বিবাহ যোগ দিলে কি ভাল, না কুমারীদের দরুণ আইনে অন্ন ঠিক না করে ঘরে বয়স্থা কন্যা রাখাটি ভাল? সব কার্য্যে আপদ ও বিপদ আছে, বিশেষত আমাদের দেশে কুমারীদের বন্ধু কই যে অন্ন দিয়া এবং উহাদের মর্য্যাদা রাখিয়া ইজ্জতের সহিত কুমারীদিগকে প্রতিপালন করে। আমাদের দেশে কুমারীদের বন্ধু কি এই প্রকার আছে? না গোলা পায়রার মত খেয়ে উড়ে পড়ে চারিধারে বক্ বক্ ক'রে নিজের খুব বাহাদুরী দেখায়! তাই বলি আমাদের সমাজের ভিতর মহাব্যাধি রোগ আছে সেটি কি জান না?

অন্ন নাই, তাতে আবার মহাব্যাধি ইহাতে কি অকাল মৃত্যু ঘটিবে না? ক্ষিদে পেলে কি কিছু ভাল লাগে, না পেটের জ্বালায়

পাথরে কামড় দেয় ? তাতে আবার আমাদের উস্‌কান রোগ আছে ! ভাষা শিখিয়া অন্নের অভাব ঘটিলে কি প্রকার অনিষ্টকর হয় তাহা এখন জানিতে পারিলে ? তাই বলি দুষ্ট বুদ্ধিতে ইষ্ট কই ?
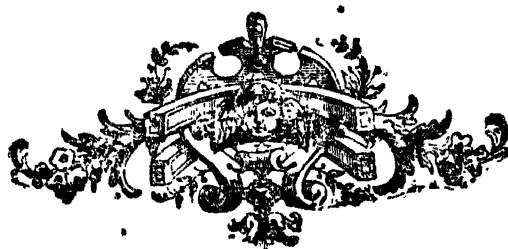
রাজভক্তি।

কোন সময়ে একজন রাজভক্ত ও একজন ভাষাজ্ঞ একত্র একদেশে বাস করিত। ভাষাজ্ঞটি কোন বিষয়ের রহস্যটি না বুঝিয়া যাহা মনে আসিত তাহাই সুন্দররূপে বক্তৃতা দিয়া সাধারণ গোলা লোকদিগকে মুগ্ধ করিত। কিছুদিন এই প্রকার করাতে তাহার নাম চারিধারে ছুটিল এবং সেও অস্থির হইয়া নানা কল্পিত বিষয় লইয়া নানা লোককে উত্তেজিত করিল। কিছুদিন পরে যখন ইহার হেঁপাতে দেশের ভিতর মহাব্যাধি সংক্রামকরূপে অনেককে আক্রমণ করিল, তখন মহাব্যাধিগ্রস্ত লোকসমূহ যাতনায় ছটর পটর করিয়া অকালে মরিতে থাকিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে অন্য লোকগুলি তথাপি ভাষাজ্ঞকে পূজা করিতে রহিল। ধর্ম্মবিহীন দেশে যে যত দেশের অপকার করে সে তত দেশবাসীর নিকট পূজণীয় হয়। ভাষাজ্ঞেরা ছায়াবাজি করিয়া গোলা লোকদিগকে ভুলায়, কিন্তু বাস্তবিক উহারা ছায়াটিকে এইরূপ সাজে সাজায় যাহাতে ছায়াটি গোলা লোকের সম্মুখে প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় এবং সেইহেতু গোলা লোকেরা ভাষাজ্ঞকে পূজা করে। ভাষাজ্ঞেরা কিছুদিন মজা লুটিয়া পরে নিজেরাই ব্যাধিগ্রস্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া অকালে মরে।

রাজভক্তটি ভাষাজ্ঞের নিকট থৈ পাইত না, সে রাজার নিয়মগুলিকে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত প্রতিপালন করিত এবং কোন প্রকার হৈ চৈ ব্যাপারে মিলিত না। ভাষাজ্ঞেরা তাহাকে হতাদর করিবার কারণ গোলা লোকেরা তাহাকে ঘৃণা করিত এবং

নানা প্রকার অপযশ রটাইত। সে যাহা হউক, সে হুজুগে ব্যক্তির সহিত না মিশিয়া নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি যথাসাধ্য নিষ্পন্ন করিয়া অবশেষে কালের প্রাধান্য হেতু যথাকালে মরিল।

সে বৈতরণীর ধারে গিয়া দেখিল, ভাষাজ্ঞটি গরুর ল্যেজ ধরিয়া পার না হইতে পারিয়া যমালয়ে নানা প্রকার অসহ্য যন্ত্রনায় ছট্ ফট্ করিতেছে। রাজভক্তটি স্বদেশবাসীর কষ্টে দুঃখিত ও কষ্টান্বিত হইয়া বলিল,—কিহে বাপু, তুমি অনেকদিন হইল এখানে আসিয়াছ; তুমি কেন বৈতরণী পার হইয়া স্বর্গে যাও নাই?

ভাষাজ্ঞটি বলিল,—আমি যখন বৈতরণীর ধারে যাইয়া ছিলাম তখন দ্বারী আসিয়া আমাকে এমন বিভীষিকা দেখাইল যে আমি ভয়ে না পলাইয়া থাকিতে পারিলাম না। যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকিলাম অমনি কতকগুলি ভয়ানক মূর্ত্তি আসিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আগুনে শেকিতে লাগিল, সে যে কি ভয়ানক যন্ত্রনা তাহা ভাই বলিতে পারি না; বহুকাল এই যন্ত্রনার পর আমাকে অন্য নানা প্রকার যন্ত্রনা দিল, তবে ক্রমে অনেক কম হইয়া আসিতেছে, ইহা বেশ টের পাওয়া যাইল। কি মহাপাপে যে আমি এরকম যন্ত্রনা ভোগ করিতেছি ইহা বলিতে পারি না। তুমিতো ভাই জান যে আমি ভাষাজ্ঞ ছিলাম ও প্রায় সর্ব্ব প্রকারের হুজুগে থাকিতাম, আর বক্তৃতা করিয়া বা লিখিয়া সকলকে মাতাইতাম; কিন্তু আমি কিছুতেই শান্তি ভোগ করিতে পারিতাম না, বাস্তবিক আমি বড়ই অস্থির ছিলাম। আজ এটা, কাল ওটা, পরশ্ব অপর একটা, এই রকমে নিজেও ঘুরিয়া মরিতাম এবং অন্য সকলকেও ঘুরাইয়া মারিতাম, কিন্তু ভাই আমার নাম কত জাহির ছিল আর গোলালোকেরা আমাকে কত ভালবাসিত, তুমিতো

ভাই সবই জান, তবে সম্প্রতি তুমি এখানে আসিয়াছ, বলিতে পার, লোকেরা কি আমার জন্য কিছুই করে নাই ?

রাজভক্ত,—তুমি যাহা কিছু বলিলে সবই ঠিক, তবে কি জান কষ্ট পাই এইটাই বড় কষ্টকর। তাই বলি নিজের হিতাহিত-গুলিকে ভাঙ্গিয়া কত অশান্তি ভোগ করিয়াছিলে. আপাতত কত কষ্ট ভোগ করিতেছ এবং ভবিষ্যতে আরো কত কষ্ট ভোগ করিবে। অকপট হৃদয়ে রাজভক্ত হইলেতো কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হয় না ! দেখনা, আমি শান্ত হইবার দরুণ শান্তি ভোগ করিতেছি, আর সব রাস্তা বরাবর খোলা ! তবে ভাই, অমার সাথে চল বৈতরণী পার হইগে ; বোধ হয়, ঐ না বৈতরণী ?

ভাষাজ্ঞ,—বোধ হয় ঐ, একবার আমি ধারে গিয়াছিলাম, ঠিক মনে নাই।

এই বলিয়া দুইজনে কিছু দূর গিয়া দেখিল বৈতরণী, এবং তথায় পৌঁছিবামাত্রই পরীক্ষক রাজভক্তকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি ওকে কেন লইয়া আসিয়াছ ? প্রায় দশ বৎসর হইল এ ব্যক্তি এখানে আসিয়াছিল, আমি উহাকে তাড়াইয়া দিয়াছি এবং এতাবৎকাল নরক ভোগ করিতেছিল। তোমার সঙ্গে আসিয়াছে বলিয়া অন্য কেহই কিছু বলে নাই, তাহা না হইলে এ মহাপাপী এতদূর আসিতে পারিত না।

রাজভক্ত,—উহার দোষ কি ?

পরীক্ষক,—কিহে ভাষাজ্ঞ ! তুমি কি কখন শাস্তি ভোগ করিয়াছ ?

ভাষাজ্ঞ,—না।

পরীক্ষক,—তবে যথেষ্ট বাহবা পাইয়াছ, কেমন হে ?

ভাষাজ্ঞ,—হাঁ।

পরীক্ষক,—অকপট রাজভক্তি ব্যতীত শান্তি নাই, শান্তি ব্যতীত উন্নত মন নাই, এবং যথায় উন্নত মন নাই তথায় উন্নতি নাই। অন্নে দেহ, আর দেহ হইতে নিয়ম; ফলত নিয়ম ব্যতীত চরিত্রনীতি নাই। আবার চরিত্রনীতি ব্যতীত অবতার নাই, অবতার ব্যতীত একতা নাই, একতা ব্যতীত শক্তি নাই, শক্তি ব্যতীত পুরুষকার নাই, পুরুষকার ব্যতীত ফল নাই, বাস্তবিক ভূস্বামী ব্যতীত রক্ষক নাই। জগন্নাথ স্বামী হন, অন্য সকলে বিরহিনী; অবতার স্বামী হন, অন্য সকলে শিষ্য; রাজচক্রবর্ত্তী স্বামী হন, অন্য সকলে প্রজা হয়; ফলত ভক্তি ব্যতীত স্বামী নাই। অহে ভাষাজ্ঞ! তুমি রাজভক্ত নও, তজ্জন্য তুমি অবতারের শিষ্য নও এবং অবতারের শিষ্য নও বলিয়া তুমি জগন্নাথের বিরহিনী নও; ফলত তুমি এক ও বহু কি জান না এবং সেই হেতু তুমি শান্ত নও, ফলত তুমি মহাপাপী। যে ব্যক্তি নিয়মের উপর বিতরণ করে সেই বৈতরণী পার হইতে পারে, কেননা স্থূলটি নিয়মাধীন হয়, কিন্তু তুমি নিয়মগুলিকে ভাঙ্গিতে চাও। উঃ, কি ভয়ানক বজ্জাতি!

আকাশ সকলকার মাথার উপর হয় এবং ইহাতে সকলকার অধিকার সমান বটে, কিন্তু যে ছাদটির নীচে লোক মাথা গুজিয়া থাকে সে ছাদটিতো সকলকার নয়; কিন্তু তুমি উচ্চে দর্শনের স্বাভাবিক দর্শন কি ইহা না জানিয়া কেবল ভাষাজ্ঞ হইয়া এলো মেলো বকিয়া বা লিখিয়া সকলকার মনে অশান্তিটি জাগাও।

রাজচক্রবর্ত্তী ব্যতীত শান্তি হয় না— ইহা জানা আবশ্যক। অরাজক দেশে কি অন্ন থাকে? বাস্তবিক অন্ন না থাকিলে পুরী থাকে না, সেই জন্য পুরীতে ভোগ ব্যতীত জগন্নাথের

অন্য কোন প্রকার পূজা নাই। অন্ন থাকিলে পুরীটি বেশ দ্বারে সুখে থাকিয়া অপত্য হইয়া বীর্য্যবান হয়, আর বীর্য্যবান হইলে চরিত্রবান হয়, অতএব চরিত্রবান ব্যতীত কি রাজভক্ত হইতে পারে?—না রাজভক্ত ব্যতীত জগন্নাথের ভক্ত হইতে পারে? যদি এইগুলি অকাট্য হয়, তবে রাজভক্ত হইয়া অন্নের বিদ্যালয় খুলিলেইতো সব মিটে যায়!

অহে ভাষাজ্ঞ! তুমি রাজভক্ত না হইবার কারণ সমাজের অনেক হানি হইয়াছে। যদিও তুমি ভাষাজ্ঞ হইয়া অনেক বলিয়াছ ও লিখিয়াছ ও প্রশংসা পত্র সংগ্রহ করিয়াছ, এমন কি যথেষ্ট বিশেষণ দিয়া নিজের জীবন চরিত বানাইয়াছ, তথাপি তুমি বৈতরণী পার হইবার উপযুক্ত পাত্র নও।

রসবতীকে পূজা করিতে না শিখিলে রস আসে না। এই রসের কর্ত্তা কে?—বীর্য্য; কেননা বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। ফলত দেশের রাজচক্রবর্ত্তী কর্ত্তা হন এবং রাজচক্রবর্ত্তী প্রজার শরীর ও ধনকে রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহার কারণ রাজচক্রবর্ত্তীকে ধর্ম্মাবতার কহে। ধর্ম্মাবতার হইতে নিয়ম হয়, নিয়ম হইতে পুরুষকার হয়, পুরুষকার হইতে ফল হয়, ফল হইতে আনন্দ হয়। দেখ রাজভক্তি থাকিলে মনুষ্যত্বের সব গুণগুলিকে অনায়াসে পাওয়া যায়। তবে একটি গল্প বলি শুন।

কোন সময়ে এক ব্যক্তি মুক্তির হদিস না পাইবার কারণ বড়ই মনোকষ্টে রাতদিন কাটাইত। ব্যক্তিটি মর্য্যাদাবিশিষ্ট জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিল। ব্যক্তিটি মনে মনে ভাবিল যে আমি একবার অবতারের নিকট যাই তাহা হইলে বোধ হয় তিনি কৃপা করিয়া ইহার রহস্য আমাকে বলিয়া দিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে অবতারের নিকট যাইয়া পৌঁছিল। অবতার সসম্ভ্রমে উঠিয়া

ব্যক্তিটিকে সমাদর করিয়া সম্ভাষণ করিতেছে এমন সময়ে ব্যক্তিটির স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। অবতারটি স্ত্রীকে দেখিয়া আরো আনন্দ প্রকাশ করিয়া বসিতে বলিয়া বলিল,—তোমাদের এখানে সস্ত্রীক আসিবার কারণ কি ?

ব্যক্তিটি বলিল,—আপনার অনুগ্রহে দয়াময় আমাকে যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন কিন্তু আমি মুক্তির হদিস না পাওয়াতে বড়ই দুঃখিত আছি। ইহার উপায় আপনি অনুগ্রহ করিয়া কিছু করিয়া দিউন।

অবতার,—রসবতীর অর্থাৎ গরুর উপাসনা না করিলে মুক্তি হয় না। সেই হেতু বৈতরণী পার হইতে হইলে গরুর ল্যেজ ধরিয়া পার হইতে হয় এবং গরুর রক্ষক রাজচক্রবর্ত্তী হন। তুমি প্রত্যেক সাংসারিক ব্রতে রাজচক্রবর্ত্তীর পূজা অগ্রে করিয়া থাক কি ?

ব্যক্তিটি,—না।

অবতার,—তবে তোমার জীবন বা বিদেহ মুক্তি কি করিয়া হইতে পারে ? রাজচক্রবর্ত্তীকে সকলকার অগ্রে পূজা না করিলে, অন্য কোন দেবতা পূজা গ্রহণ করে না। আমি নিজে রাজ-চক্রবর্ত্তীকে পূজা করিয়া থাকি। আসঙ্গলিপ্সা অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ দর্শনে রসবতীর অস্তিত্ব। রসবতী হইতে রস, রস হইতে দেহ, দেহ হইতে বীর্য্য, বীর্য্য হইতে স্ফূর্ত্তি, স্ফূর্ত্তি হইতে ক্রিয়া, ক্রিয়া হইতে ফল, ফল হইতে আনন্দ, আর আনন্দ হইতে শান্তি। অতএব শান্তিই সব বিষয়ের শান্তি হয়। তুমি রসবতীর স্বামীর নিকট যাইয়া অকপট হৃদয়ে রাজভক্ত হইয়া ইহার বিধান জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে তিনি সমস্ত বলিয়া দিতে পারিবেন।

ইতিমধ্যে ভূস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবতার ভূস্বামীকে দেখিয়া যথাযোগ্য সমাদর করিয়া বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাজ্যের কুশল?

ভূস্বামী বলিল,—অবতার থাকিতে রাজ্যের অমঙ্গল কোথায়? তবে কতকগুলি ভাষাজ্ঞ হওয়াতে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। আর অন্ন কম হওয়াতে সন্তান উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া আসিতেছে। প্রজার ভিতর কেহই অন্নের দরুণ নূতন পথ বাহির করে না, খালি রাজ সরকারের চাকরী লইয়া মরে, ইহার কারণ অধিকাংশ জন অন্নকষ্টে শীর্ণ হইয়া অস্থির হইয়া পড়ে। অস্থিরে যুক্তি থাকে না, সেই হেতু মাতালের মত খালি বকে। রাজসরকার কত লোককে অন্ন দিতে পারেন? ভাষাজ্ঞরা গোলালোকদিগকে দেখায় যে আমাদিগের উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়, তবে নিজের স্বার্থের জন্য এই চতুরতাটি খাটায়। ভাষার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে আমার প্রজারা প্রায় নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই হেতু রসবতীর মর্য্যাদা নাই। রসবতীর মর্য্যাদার অভাবে সুপ্রজার অভাব, তাই আপাতত কিছু অশান্তি দেখা দিয়াছে।

অবতার,—আপনি সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্রবর্ত্তী হন। আপনি আপনার রাজ্যের উচ্চ পদগুলি বিশ্বাসী, ধীর, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুরূপ, বীর্য্যবান ও মর্য্যাদাবিশিষ্ট প্রজাদিগকে দিবেন—কেননা অস্থিরের নিকট সোণাও রাং হইয়া যায়। দুই বৎসরের ছেলেকে তিন মণ সোণার গহনা দিলে ছেলের উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়। ধীরে ধীরে প্রজার সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া গুণোচিত পদ দিতে কোন ক্ষতি নাই। উচ্চ পদের পরীক্ষাগুলি নিজের দেশে না করিয়া আপনার দ্বারদেশে করিলেই ভাল

হয়। আপনার নিজের দেশের বিদ্যালয়ে পরদেশীয় পৌত্তলিক-দিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়াটা ভাল নয়। ইহাতে আপনার দেশবাসীর ও আপনার পরদেশীয় প্রজাদের সংস্কারটি দূষিত হইবার সম্ভাবনা, কেননা কাঁচাতে দাগ পড়িলে সে দাগ ধুয়ে উঠান ভার হয়। রাজভক্ত, গুণী ও উপযুক্ত প্রজাদিগকে যথোচিত ক্ষমতা ও মর্য্যাদা দেওয়া রাজচক্রবর্ত্তীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়, আর রাজ-চক্রবর্ত্তীর অলঙ্কার—সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ হয়। আপনি পৌত্তলিক প্রজাদিগের সংস্কারগুলিকে ভাঙ্গিবেন না, তাহাতেই অশান্তিটি ঘটে, তবে ধীরে ধীরে ভাষার বিদ্যালয় না বাড়াইয়া অন্নের বিদ্যালয় বাড়ান। আপনার রাজত্বে যাহাতে অন্ন প্রচুর পরিমাণে থাকে তাহার বিধান করুন। শিল্পী, বাণিজ্য, খণিজ, বনজ, চাষ, বাস, আরাম, নৌ ও পশু বিদ্যালয় ইত্যাদি খুলুন, আর এই সব বিদ্যালয়ের প্রবেশের নিয়ম উচ্চ বিদ্যা রাখিবেন না,—প্রবেশিকা পরীক্ষা যথেষ্ট। আপনার অপর রাজত্বে ভাষা, আইন, ইঞ্জিনিয়ারী ও মেডিক্যাল বিদ্যালয় যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট, তবে বিশেষ দরকার বিবেচনা করেন দু' একটি আরও খুলিতে পারেন। কেবল ভাষা বিদ্যালয় বাড়িলে স্থান অভাবে ভাষাজ্ঞরা ভেসে ভেসে বেড়াবে, আর বেশী অন্নাভাবে ভাসিলে বকাবকি ও লিখালিখি বাড়িবে। বাস্তবিক এই দুটাতে গোলালোকদিগকে খারাপ করে। অতএব এই দুটাকে ধীরে ধীরে বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন। যত ছেদ বাড়িবে তত ক্ষীণ হইবে। বিদ্যালয়ে ধর্ম্মনীতি ও চরিত্রনীতির পুঁথি ব্যবহারের উপর বেশী নজর রাখিবেন—এই সবগুলি ঠিক করিতে পারিলে বোধ হয় সকলেই রাজভক্ত হইবে। রাজভক্ত না থাকিলে দেশে অন্ন থাকে না এবং সেই হেতু অকাল মৃত্যু ঘটে। ঐ দেখুন একটি ব্যক্তি

দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, উহার একটি দরখাস্ত আছে। আমি আপনার নিকট উহাকে যাইতে বলিয়াছিলাম, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে,—উহার দরখাস্ত শুনিয়া যাহা বলিতে হয় আপনি উহাকে বলুন।

ভূস্বামী,—অবতার থাকিতে আমার বলাটা ভাল নয়।

অবতার,—অহে, যখন তুমি মনুষ্য হও, তখন তোমার দায়িত্ব আছে এবং যাঁহার দায়িত্ব আছে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। তুমি ভূস্বামীর কপিলাকে রাজনিয়মে রক্ষা কর এবং যথা বিধানে উহার সেবা শুশ্রূষা কর। তুমি অকপট হৃদয়ে ভূস্বামী ও কপিলাকে ভক্তি কর, আর নিয়মকে প্রতিপালন কর, তাহা হইলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তুমি সাষ্টাঙ্গে অকপট হৃদয়ে ভূস্বামীকে প্রণিপাত কর।

ব্যক্তিটি ভূস্বামীকে প্রণিপাত করিয়া অবতারের হুকুমানুসারে সস্ত্রীক বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজের কার্য্য করিতে চলিয়া গেল। ভূস্বামী যথা নিয়মে অবতারের সহিত আলিঙ্গন করিয়া নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ব্যক্তি ও ব্যক্তির স্ত্রী কপিলাকে যথা নিয়মে পূজা করিতে থাকিল। দিবাভাগে কপিলা যথায় চরিতে যায় ব্যক্তিটিও তথায় যায়, পাছে কপিলার পায়ে হোঁচট লাগে। রাত্রিতে ব্যক্তির স্ত্রীটি কপিলাকে যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করে, এমন কি একটি মশা না কপিলার গায়ে বসে। ব্যক্তিটি আষাঢ়ের ঠিক দুপুরের তাপের তাপে মাথার চাঁদিটি ফাটাইয়া ও শ্রাবণের বর্ষার মুষলধারার জলের ফোঁটা-গুলিকে দেহের উপর ধরিয়া কপিলাকে রক্ষা করিতে থাকিল। তবে কপিলা এক জায়গায় হাপুস হুপুসে খাওয়া পাইলেও একস্থানে চরে খায় না, ইহার কারণ ব্যক্তিটি এক মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম পাইত

না। একদিন কপিলা চরিতে চরিতে একটি বাঘের আবাসে যাইয়া পড়িল। বাঘ কপিলাকে দেখিয়া বড়ই সুখী হইল। এমন মোটা ও সুশ্রী পশুত, কখন দেখি নাই, আজ কয়েক দিন খাওয়া জুটে নাই, আজ কসে খাওয়া যাউক। বাঘ যেমনি কপিলাকে ধরিতে যাইল অমনি ব্যক্তিটি আসিয়া বাধা দিয়া বলিল,—রে বাঘ! তুই কপিলাকে খাইতে পারিবি না, যতক্ষণ আমার দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকিবে। তুই জানিস্ কপিলা আমার ভূস্বামীর মহাদরের সামগ্রী হয় এবং তিনি আমাকে উহার রক্ষক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব আছে এবং সেই হেতু কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। যদি তুই ফিরিয়া না যাস, এখনই তোকে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ড, করিয়া ফেলিব।

বাঘ,—তোর দায়িত্ব আছে ইহা ঠিক; তবে তুই কেন ভুখাকে না খেতে দিবি? আরো দেখ, যেখানে কপিলা এসেছে সেখানে অস্ত্র চালাইবার হুকুম নাই। এই দেখ, ভূস্বামীর পাস্—অনুমতি পত্র।

ব্যক্তি,—অরে বাঘ! তুই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা যাহা বলিলি ও দেখাইলি তাহা ঠিক; কিন্তু আমি রাজভক্ত এবং রাজা আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে আমার মহাদরের কপিলাকে তুমি রক্ষা করিবে। রে বাঘ! তোর খাওয়া পাইলেইত হইল। আমি নিজের গায়ের মাংস কাটিয়া দিতেছি,—তুই যত পারিস খা।

এই বলিয়া ব্যক্তিটি অস্ত্রের দ্বারা নিজের গায়ের মাংস কাটিয়া কাটিয়া দিতে রহিল, বাঘও খাইতে রহিল; যখন নিজের মাথা কাটিতে যাইল, তখন ধর্ম্মরূপী বাঘ আসিয়া ব্যক্তিটির হাত ধরিয়া বলিল,—তুমি যথার্থ রাজভক্ত হও, তুমি প্রজার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি ইহা বেশ জানিতে পারিয়াছ এবং সেইজন্য

৭

নিয়মকে কি করিয়া প্রতিপালন করিতে হয় তাহাও বেশ শিখিয়াছ; তুমি ভূস্বামীকে ও অবতার স্বামীকে কি করিয়া পূজা করিতে হয় তাহাও বেশ জানিতে পারিয়াছ, তবে তুমি আপাতত জগন্নাথ স্বামী দর্শনের জন্য পুরীতে যাও এবং তথায় সস্ত্রীক মন্দিরে প্রকৃতি তত্ত্বটিকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সিংহদ্বার পার হইয়া সটান সমুদ্রতটে গিয়া সস্ত্রীক একমনে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া মনোল্লাসে সমুদ্র গর্ভে অবগাহন করিয়া সুফল পাও।

পরীক্ষক—অহে ভায়াজ্ঞ! তুমি রাজভক্তি কি এখন জানিতে পারিলে? রাজভক্তি না থাকিলে চতুর্ব্বর্গের ফল মিলে না এবং অবতার ও জগন্নাথের প্রতি ভক্তি আইসে না। ভূস্বামীর প্রতি ভক্তি আসিলে অন্যগুলির প্রতি ভক্তি আপনি হয়।

ভজ ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয় গুণে ভক্তি হয়, আর অনট্ প্রত্যয় গুণে ভজন হয়, আবার আকার বসাইলেই ভজনা হয়। দেখ, দুইটি না হইলে উপাস্য ও উপাসক হয় না, ফলত ভজনা হয় না। জগন্নাথ স্বামী হন, আমরা বিরহিনী হই; অবতার স্বামী হন, আমরা বধু হই; রাজচক্রবর্ত্তী ভূস্বামী হন, আমরা প্রজা হই। অতএব উপাস্য ও উপাসক ঠিক হইলেই শান্তি হয়। শান্তির আদ্য ফল রাজভক্তি; শান্তির মধ্য ফল অবতারের প্রতি ভক্তি এবং শান্তির শেষ ফল জগন্নাথের প্রতি ভক্তি। দেখ, রাজভক্তি ব্যতীত স্থূলে বা সূক্ষ্মে উন্নতি হইবার অন্য কোন প্রকার উপায় নাই।

তুমি যথা হইতে আসিয়াছ তথায় পুনরায় যাইয়া রাজভক্ত প্রজা হইয়া অবতারের প্রেমিক শিষ্য হইয়া নিজের পুরীকে সংস্কার করিয়া এবং অবশেষে জগন্নাথের বিরহিনী হইয়া তৎপরে এখানে আসিও, আর তাহা না হইলে তুমি কোন কালে বৈতরণী পার হইতে পারিবে না।

এমন সময়ে গাঢ়তম অন্ধকার আসিয়া তফাৎ করিয়া ফেলিল। কিন্তু রাজভক্তকে পরীক্ষক বলিল,—তুমি কুণ্ঠিত না হইয়া এই গরুর ল্যেজ ধরিয়া বৈতরণী পার হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইয়া আনন্দ কর।

শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

From the **Englishman**, dated July 18, 1913

It is now abundantly clear that agitators in Bengal are going to make capital out of what they call the change in the educational policy of the Government. Public meetings have already been held at Barisal and Dacca protesting against the action of the Government of India in vetoing the appointment of lecturers with political views. But while all this hullaballoo is being made, it may not be out of place to ask what education, as it is understood in Calcutta, untrammelled and uncontrolled has so far done for Bengal. Taking education to mean, briefly, the bringing out of noble and the suppression or the eradication of ignoble impulses, it is worth while putting the results so far obtained to the test. Bombay admittedly has not so many Bachelors of Art as Calcutta, but where can Calcutta show such brilliant examples of public spirit as are met with on all sides in the Western capital ? While in Bombay, men like Sir Cowasji Jehanghir, Sir Jacob Sassoon and Sir Currimbhoy Ebrahim, have given freely towards works of public utility out of their plenty, Calcutta can hardly produce any such examples of public spirit, with, perhaps, only a single exception. The Refuge, as every one knows, is doing good work among the poor of the city and when some time back it stood sorely in need of funds, only one

wealthy citizen of Calcutta, Rai Vehari Lall Mitra Bahadur, came forward to assist There is no Wadia Trust in Calcutta for the relief of suffering. Judging the tree of education in Bengal then by its fruits, it is worthless

No. 73 L. F.

From—The Hon'ble M W. Egerton, I.C.S.,
Commissioner, Orissa Division

To—The Magistrate of Puri.

Dated, Camp Puri, the 1st April 1913

SIR,

WITH reference to your endorsement No. 578—J. Dated the 19th March 1913 regarding donations and endowments and works of public utility made by private individuals, I have the honour to request you to be so good as to convey to Rai Behari Lal Mitra Bahadur, Zamindar, Calcutta, an acknowledgment of liberal donations of Rs. 1500 made by him, Rs. 10 0 toward the Funds of the Leper Colony in commemoration of the Viceroy's State Entry into Delhi on 23rd December 1912 and Rs. 500 to the Puri Pilgrims Hospital. The gift will be included in the statement which under pragraph 4 (e) of the Government Circular No. I. M. dated the 6th January 19.0 is to be published in the Bihar and Orissa Gazette, during the current month.

I have etc.

(Sd.) W. EGERTON,

Commissioner.

রায় বিহারী মিত্র বাহাদুরের

বর্ত্তমান সময়ের (১৩১৫ সাল হইতে) প্রধান প্রধান দানসমূহ।

দান	পরিমাণ	
শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাঁসপাতাল	১০,০০০৲	টাকা।
ইটালিয়ান আর্থকোয়েক (ভূমিকম্প) ফাণ্ড ..	১,০০০৲	,,
লেডি মিন্টো ইণ্ডিয়ান নার্সিং অ্যাসোসিয়েসন	১০,০০০৲	,,
বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ক্যাঙ্গরা ভ্যালি ফাণ্ড ..	১০০৲	,,
রেফিউজ (অনাথ, কুষ্ঠ ও দরিদ্রের আশ্রয় স্থান), কলিকাতা	৭৫,০০০৲	,,
কিঙ্গ এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল (স্মৃতিভাণ্ডার) ফাণ্ড,	৫০০৲	,,
ভাগলপুরের জনৈক ভদ্রলোকের ভদ্রাসন ও বিষয় উদ্ধারের জন্য ...	৯,৪৮৬৲	,,
সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে রেফিউজ গ্রামে দরিদ্র ও আতুর ভোজনের জন্য ...	২,৫০০	[illegible]
মাধেপুরা ফেমিন (দুর্ভিক্ষ) রিলিফ ফাণ্ড ...	২০০৲	,,
মাধেপুরায় বিদ্যালয়বাটী নির্ম্মাণের জন্য ...	৫০০৲	,,
মাধেপুরায় ঔষধালয় স্থাপনের জন্য ...	৫০০৲	,,
সিংহেশ্বরের মেলা, ১৩১৫ সাল ...	১০০৲	,,
,, ৩১৬ ...	১০০৲	,,
,, ১৩১৭ ...	১২৫৲	,,
,, ১৩১৯ ...	১০০৲	,,
সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভ্যর্থনা ফাণ্ড	১,০০০৲	,,
পুরী লেপার এসাইলাম (কুষ্ঠাশ্রম)	১,০০০৲	,,
পুরী পিলগ্রিম (যাত্রীদের জন্য) হাঁসপাতাল ...	৫০০৲	,,
ভারতসচিব লর্ড হার্ডিঞ্জের রোগমুক্তির জন্য পুরীতে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র ভোজন ...	১১[illegible]	[illegible]
দামোদর ফ্লাড (বন্যা) রিলিফ ফাণ্ড	[illegible]	[illegible]